সেখানেতে কুম্ভ যোগ লোক সেইরূপ।
অশ্ব করী চড়ি কত আসিতেছে ভূপ॥
কোথা বা বড় বাজার কোথা কালীঘাট।
থরে থরে কত দ্রব্যে শোভে বেণীঘাট॥
আমার সঙ্গিনীগণ বেণীঘাটে যায়।
একে একে সকলেতে মস্তক মুড়ায়॥
নাপিতে ধরিয়ে কেশ মাথে দেয় ক্ষুর।
বৈরাগী দাড়ান কাছে সাক্ষাৎ অসুর॥
দেখিয়া ঘৃণিত কাজ অঙ্গ গেল জ্বলে।
আমাকে সকলে মাথা মুড়াইতে বলে॥
অনুরোধ নাহি রাখি না কহি বচন।
বিরস বদনে করি বাসায় গমন॥
কহিলাম তিল অৰ্দ্ধ এখানে না রব।
রজনী প্রভাতে সবে আগরাতে যাব॥
সেই মতে মত দেন যত সঙ্গিগণ।
পর দিন সন্ধ্যা কালে করিয়া গমন॥
দেখিলাম মন্দ নহে আগরা নগর।
তাজ বিবী মস্‌জিদ অতি মনোহর॥
ফওরাতে জল উঠে পড়ে ঝর ঝর।
বাগ বাটী পরিষ্কার দেখিতে সুন্দর॥
নীলাম্বরী পরি আছে যমুনা সুন্দরী।
কত মত হাব ভাব আহা! মরি মরি॥
বাগানের শোভা দেখে হরষিত প্রাণ।
বাটী ঘর যত কিছু মার্ব্বেল পাষাণ॥
সেই খানে ডাকি প্রভু কোথা দয়াময়।
হিন্দু স্থানি দেশে নাথ হয়েছ সদয়॥

(ক্রমশঃ)

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৩সংখ্যা। } আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৭। {৬ষ্ঠভাগ।

গৃহস্থাশ্রম।

আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের মতে আশ্রম চারি প্রকার, গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। স্ত্রীপুত্র পরিজন বর্গ লইয়া সংসার ধর্ম্ম-পালনকে গৃহস্থাশ্রম; সংসারের সুখ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া উপবাস, ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি কঠোর ব্রহ্মচারীর ব্রত আচরণকে ব্রহ্মচর্য্য, বনে প্রস্থান করিয়া তপস্যাকে বানপ্রস্থ; এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণকে সন্ন্যাস কহে। এই কয়েক আশ্রমের মধ্যে জ্ঞানিগণ গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম কেবল সুখের প্রধান আকর নহে, ইহা প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনেরও উপযোগী। করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং যেরূপ উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃজন করিয়াছেন গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত তাহার সম্পূর্ণতা হয় না। মনুষ্য সামাজিক জীব, একাকী থাকা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাহাতে না তাহার শান্তি, না তাহার সুখ, না তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা হয় এবং অন্যদিকে দেখিলে সে ইহলোক হইতে জ্ঞান কি ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া পরলোকের সম্বল করিতে পারে না। অসাধারণ প্রকৃতি সম্পন্ন দুই এক ব্যক্তির বিষয়ে যাহা হউক, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ সামাজিক সাহায্য ভিন্ন কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

গৃহস্থাশ্রম ঈশ্বর প্রদত্ত পবিত্র আশ্রম। মাতা পিতা, পতি পত্নী, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা লইয়া যে সম্বন্ধ তাহা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ও স্বর্গীয়। অন্যান্য জীবের শিশু সন্তান দিগকে পালন করিতে যত যত্ন ও সময় ব্যয় হয়, মনুষ্য সন্তানের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক। অন্যান্য জন্তুর শাবকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দান করিতে হয়, মনুষ্য শিশুর প্রতি তদপেক্ষা অনেক গুণ অধিক চাই। মনুষ্যের ভাগ্য যেমন অবিশ্রান্ত দুঃখের অধীন, তাহাতে সুখধাম গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে শীতল হইবার স্থান আর কোথায়? অন্যান্য জন্তুর সত্যযুগ অবধি একাল পর্য্যন্ত একই প্রকার অবস্থা রহিয়াছে, মনুষ্যেরাই কেবল ক্রমশঃ অধিকতর জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের সাহায্যে বিদ্যা, সভ্যতা ও ধর্ম্মের অধিকতর উন্নতি প্রদর্শন করিতেছেন। এখন ভাবিয়া দেখ, কোন মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমের সাহায্য পরিত্যাগ করিলে তাহার দশা কি হয়? নেকড়িয়া পালিত বালকের যে দশা, তাহার ভাগ্য তদপেক্ষা বড় উৎকৃষ্ট হয় না। অতএব গৃহস্থাশ্রম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

সামান্যতঃ লোকে গৃহস্থাশ্রমকে সংসার বলে এবং ধর্ম্ম হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর গৃহস্থাশ্রম কি জন্য? তাহারা বলিবে আমোদ প্রমোদ সুখভোগের জন্য। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি? না মনুষ্য ধর্ম্মসাধন করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিবে। যাঁহারা গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না, বনে গিয়া তপস্যা না করিলে হইবে না মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। আমাদিগের শাস্ত্রেই আছে :—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্‌ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন। যে যে কর্ম্ম করিবেন, তাহা পরব্রহ্মের উদ্দেশে করিবেন।

গৃহস্থ হইয়া যে ধর্ম্মকে লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিল, সে আপনাকে আপনি ঠকাইল, তাহার জীবন ধারণ করা বৃথা। সংসারে সুখও আছে,

দুঃখও আছে, সকলই ঈশ্বরাধীন। স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পরিবার কে জানে কাহার সহিত কত দিনের সম্বন্ধ? কিছু দিন পরে আপনাকেও সকল পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব অসার, অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ না হইয়া সার ও নিত্যধন লাভে যত্নকরা বিধেয়। সংসারের মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের মন থাকিবে। সংসারকে বিদ্যালয় ভাবিয়া ইহা হইতে সত্য সকল শিক্ষা করিতে হইবে। সংসারকে কার্য্য ক্ষেত্র জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করিতে হইবে। সংসারের সুখ দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া পরকাল ও মুক্তি লাভের সম্বল করিতে হইবে। এই জন্যই গৃহস্থাশ্রম, এই জন্যই সংসার ধর্ম্ম।

স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

(৫ম ভাগ ২১৪ পৃষ্ঠার পর)

শৈশবে মাতৃ সন্নিধানে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা না হইলে সন্তানের মনে ভবিষ্যতে ধর্ম্মানুরাগ স্থাপন করা যখন দুষ্কর হইতেছে তখন সন্তানকে যত অধিক দিন মাতার নিকট রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অনভিজ্ঞ জননীরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। তাঁহারা যত শীঘ্র সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন তত শীঘ্র কর্ত্তব্য কার্য্য সাধিত হইল মনে করিয়া থাকেন। স্নেহময়ী বিশ্বজননী তাঁহাদিগের হস্তে যে সুমহৎ কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে অবনীতলে প্রেরণ করিয়াছেন তাহা অন্য কর্ত্তৃক কখন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। যে বৃক্ষ যে ভূমির উপযোগী তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি তাহাতেই হইয়া থাকে, অন্যত্র তাহার উন্নতির সম্যক্ ব্যাঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানের শরীর পালন জন্য মাতা ঈশ্বরের নিকট যেরূপ দায়ী তাহার আত্মোন্নতির নিমিত্ত তদপেক্ষা অল্পদায়ী নহেন। সেই মহৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে জননীরা বিশিষ্টরূপে মনোযোগী হউন।

অন্যের হস্তে সে ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না।

যদি কোন মাতা পীড়িত সন্তানকে চিকিৎসালয়ের নানা রোগীদিগের মধ্যে রাখিয়া গৃহে নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা হইলে তাঁহার আচরণ কেমন গর্হিত বলিয়া বোধ হয়। অতএব একটী সন্তানের অবিনশ্বর আত্মাকে পাপরোগগ্রস্ত অসুস্থ আত্মাদিগের সংসর্গে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তদপেক্ষা অনেক গুণে অনিষ্টকর ও অনুচিত কার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জননীরা অসন্দিগ্ধচিত্তে ইহা সচরাচর করিতেছেন। শরীরের রোগ যেমন সংক্রামক দোষে বিস্তৃত হইয়া থাকে আত্মার রোগের সংক্রামক দোষ তদপেক্ষা অধিক প্রবল ও অহিতকর। "সংসর্গজা দোষাগুণা ভবন্তি" যেমন সংসর্গ সেই অনুসারে মনুষ্যের দোষ বা গুণ হয়। দৃষ্টান্তের দোষ বা গুণ যেরূপ অবশ্যম্ভাবী এমন আর কিছুই নয়। যদি শিশুগণ আমাদিগকে সর্ব্বদা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে বা কর্কশ বচন বলিতে দেখিতে পায়, তবে ভাল কথা বলিয়া বা অন্য প্রকারে আদর প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কোমল স্বভাব ও সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা করা বৃথা। মুখের বাক্য ও উপদেশ অপেক্ষা কার্য্যের ও আচরণের দ্বারা শিশুর চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হয়। অতএব জননীদিগের কর্ত্তব্য স্ব স্ব জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুদিগের হৃদয়ে এমন সকল উন্নত ও পবিত্র ভাব অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন যে তাহা চিরস্মরণীয় থাকিয়া সংসারের পাপ প্রলোভন মধ্যে তাহাদিগকে পবিত্র পথে রক্ষা করিতে পারিবে এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল ভাব যত অধিকতর উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, মাতৃ-চরিতের মহত্ত্ব তাহাদিগের তত হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মাতাদিগের অপর এক বিষয়ে মনোনিবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক। জননীরা স্বভাবতঃ যে সকল উন্নত ও পবিত্র গুণের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহাদিগের যথাবিধি পরিচালনা দ্বারা তাঁহারা সন্তানদিগের নিকট যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন ইহা সত্য বটে কিন্তু তাঁহাদিগের ইহাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যেমন এক সময়ে শিশুর মাতা রহিয়াছেন, আবার কিছুদিন পরে উন্নত জ্ঞান বুদ্ধিশালী মনুষ্যের মাতা

হইবেন। তন্নিমিত্ত শিশুকালে তাঁহারা মাতৃ হৃদয়ের যেমন উৎকৃষ্ট ভাব ও পবিত্রতার পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ মনের উন্নত জ্ঞানের পরিচয় দিতে না পারিলে শিশুর জ্ঞানোন্নতির সহিত তৎপ্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়া অসম্ভব নহে।

মনুষ্য যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে প্রখর জ্ঞান প্রভাবে ও স্বাভাবিক তেজস্বিতা বশতঃ বিবেচনা নিরপেক্ষ হইয়া সহসা ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হয়। সে অবস্থায় পিতা প্রভৃতি রুক্ষ প্রকৃতি উন্নত জ্ঞানশালী পুরুষদিগের উপদেশ তাহাদিগের অহঙ্কার-স্ফীত চিত্তকে বশীভূত করিতে পারে না, কিন্তু মাতা যদি পুত্রাপেক্ষা জ্ঞানে উন্নত হয়েন তাহা হইলে তিনি তৎকালে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ আশ্চর্য্য বশীকরণ গুণে অক্লেশে যৌবনের ঔদ্ধত্য নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানের পথে আনয়ন করিতে পারেন। কিন্তু অনেক মহিলাকে এই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যটীতে অমনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানেরা যেমন বয়োবৃদ্ধির সহিত দিন দিন উন্নত জ্ঞান সোপানে উত্থিত হইতে থাকে, তাঁহারা তেমনই নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া বিদ্যালোচনা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকেন। ভবিষ্যতে বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের শিক্ষা দানে যে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইবেন এবং এক্ষণে তৎকার্য্যে তাঁহাদিগের যে পরিমাণ যোগ্যতা আছে, উন্নতির পথে অগ্রসর না হইলে তাহাও যে তাঁহারা হারাইবেন ইহা তাঁহারা মনে করেন না।

শৈশবে মাতৃ উপদেশে সন্তানেরা যেরূপ শিক্ষিত হইতে থাকে, যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহারা মাতা দ্বারা সেরূপ শাসিত বা প্রতিপালিত হয় না, ইহার একটী প্রধান কারণ এই যে মাতা তৎকালে স্বীয় জ্ঞানের অনুন্নতি বশতঃ সন্তানের শিক্ষাদানের অনুপযুক্ত হন। সুতরাং তাহাদিগের উপর তাদৃশ ক্ষমতা থাকে না। মাতৃহৃদয়ের অকপট স্নেহ ও পবিত্রতার সহিত যদি উজ্জ্বল জ্ঞানের সংযোগ হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারা সন্তানের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় এবং শিশুকালে যেমন মাতার প্রতি তাহার অকপট শ্রদ্ধা থাকে তখনও তাঁহার উন্নত জ্ঞান ও শক্তির প্রতি সেই রূপ সংমাননা থাকে। তজ্জন্য মাতার উন্নত ও পবিত্র চরিত্র সন্তানের জীবনের আদর্শ

স্বরূপ হইয়া তাহার হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকে এবং যাবজ্জীবন তাহাকে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও পবিত্রতার পথে লইয়া যায়।

ভারতবর্ষের বিবাহ প্রণালী।

পুরাকালে আমাদের ভারত ভূমিতে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুরিক, রাক্ষস, পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহের নিয়ম ছিল। ইহার মধ্যে ইদানীং প্রাজাপত্যই সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহাতে কি প্রকার আচার ব্যবহারাদি অনুষ্ঠিত হয় প্রায় সকলেই জানেন। ইহার মন্ত্রাদির বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ লিখিবার মানস রহিল। সম্প্রতি ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের বিবাহ প্রণালীর কিছু কিছু বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। বলগণ্ডা, এবং কঙ্কণ প্রদেশে সাত আট বৎসরের বালকেরা বিবাহ করে। বিবাহের পূর্ব্বে বালকের পিতা মাতা ক্রমাগত এক পক্ষ উৎসব করিয়া থাকে। দিবারাত্র বিবিধ ক্রীড়া, এবং নানাবিধ সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে। বিবাহের দিন সমুদয় আত্মীয় কুটুম্বেরা বালকের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, মহা সমারোহে কার্য্য সমাপন করেন। দম্পতির প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করিবার জন্য, তাহাদিগকে সাত বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হয়। অসবর্ণ বিবাহ তাহাদের মধ্যে অপ্রচলিত। এই প্রথামতে কন্যা পিতার গৃহ হইতে একখানি সামান্য অলঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই আনিতে পারে না।

বিষ্ণুযোড় দেশে পুরুষেরা অসংখ্য স্ত্রী পরিগ্রহ করে; এবং বিবাহিত পত্নীগণ, তত্রস্থ রাজাকে কিঞ্চিন্মাত্র কর দান করিতে পারিলেই, পূর্ব্ব স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্য প্রতিবেশীকে বিবাহ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। তথাকার প্রতিবাসীরাও ইহা ঘৃণিত মনে করে না। রাজাজ্ঞায় পরিণীত স্ত্রীর স্কন্ধে একখণ্ড লৌহ স্থাপন করিলেই সে পূর্ব্ব স্বামী হইতে নিষ্কৃতি পায়। কানাড়া নিবাসীরাও কঙ্কণ দেশ প্রচলিত প্রথার অনুকরণ করে। মালাবার প্রদেশে বিবিধ শ্রেণীর লোক বসতি করে, তন্মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর সম্ভ্রান্ত, তাহারা অতি অল্প বয়সেই স্ত্রীগ্রহণ

করিয়া থাকে; কিন্তু কদাচ অসবর্ণ বিবাহ করে না। যাহারা অপেক্ষাকৃত নীচ কুল, তাহাদের মধ্যে একটী নিতান্ত গর্হিত প্রথা বর্ত্তমান। তাহাদের তিন চারি জন কি ততোধিক পুরুষও এক ভার্য্যা গ্রহণ করে; এবং প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীর এককালে তিন জন স্বামীর সেবা করিতে হয়। কি আশ্চর্য্য!! যে পাপ শ্রবণ করিবা মাত্র সতী মহিলাদিগের হৃদয় কম্পিত হয়, সেই পাপ, অদ্যাপি ভারত ভূমির অন্য এক পার্শ্বে দেশাচার বলিয়া সম্মানিত হইতেছে। মালাবার দেশীয় পুরুষদিগেরও কেমন অদ্ভুত স্বভাব! তাহারা অনেক জন একত্র হইয়া এক জায়া এবং তাহার সন্তানাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে; অথচ তাহাদের হৃদয়ে ঈর্ষ্যা স্থান পায় না। বিবাহ-সময়ে ইহারা বিবিধ উৎসব, ও আনন্দ ব্যাপার সম্পন্ন করে। দেবমন্দিরে যাজক দ্বারা ইহাদের বিবাহ সম্পাদিত হয়। বিবাহের পরেও ইহারা প্রায় একপক্ষ কাল অলীক অনুষ্ঠানে অতিবাহন করে। স্ত্রীদিগের রূপ বর্ণন, এবং তাহাদের পরিচ্ছদ প্রশংসা ও বিবিধ ক্রীড়া, নৃত্য, গীত ইত্যাদিতেই ইহারা অক্লেশে মাসার্দ্ধকাল ক্ষেপণ করে। কি নিমন্ত্রিত, কি অনাহূত সকলকেই ইহারা সমাদর করিয়া আহারাদি প্রদান করে। দেশের প্রথানুসারে "নব বিবাহিত বর কন্যা কে" একটী উচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিতে হয়, এবং সেই সময় তাহারা এত অলঙ্কার পরিধান করে যে অনেকেই তাহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম হয়। যে সকল গৃহে উৎসবাদি সম্পন্ন হয়, তাহা পরিপাটী রূপে সুসজ্জিত হয়। সুন্দর রেশম, পট্টবস্ত্র ও কাঞ্চনের শোভাই তাহাদের বিশেষ মনোহর। স্বামীর ব্যয়ে নিমন্ত্রিত গণ দিন দুবার আহার করেন, কন্যা প্রতি রাত্রিতে সহচরী এবং দাসীদিগের সঙ্গে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করেন। পশ্চাতে, বিবাহিতদিগকে বিবিধ রত্ন বিভূষিত হস্তি পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে হয়।

হস্তীর পৃষ্ঠে দুটী আসন সজ্জিত থাকে, বিবাহিতগণ তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া নগর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয় এবং হস্তীর পশ্চাতে শত শত লোক তাহাদের অনুগমন করে। ভ্রমণের সময় তাহারা আত্মীয় কুটুম্বদিগের দ্বারে দ্বারে কিয়ৎক্ষণের জন্য থামিয়া থাকে। কুটুম্বেরা তাহাদিগকে সুমিষ্ট সামগ্রী দান এবং হস্তীর মস্তকে বিবিধ সুগন্ধ আতর জল প্রভৃতি

সিঞ্চন করিয়া থাকে; কোন আত্মীয় এই নিয়ম লংঘন করিলে তাহারা অবমাননা জ্ঞান করে। নগর ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে পুনশ্চ তাহারা দেবমন্দিরে গমন করে, এবং পরিশেষে সে স্থান হইতে কন্যার গৃহে প্রত্যাগত হয়। পরে মাহুতকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করিয়া নিমন্ত্রিতগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতি গমন করেন।'

নিশিবটের ভূত।

শুকায়েছে নীলে ভূঁই মথুরার মাঠে,
ঘাস বনে পায়ে পায়ে পড়িয়াছে পথ;
বেড়িয়া পুকুর পাড় চাষা যায় হাটে,
নিশিবটতলা দিয়া যথা ভাঙ্গা রথ।

সন্ধ্যাযোগে যায় বাড়ী চাঁড়ালের বুড়ী,
তাড়াতাড়ি আধক্রোশ নিশিপুর যেতে,
সে বিজন পথে তার নাহি কোন যুড়ী
বটের তলায় ভয় অন্ধকার রেতে।

যায় বুড়ী একাকিনী চলি সন্ সন্,
মাঝে মাঝে দুই পাশে দেখে বার বার
অন্ধকার বাড়ে মাঠে ক্রমে ঘন ঘন,
দূর বনে প্রতি শব্দ হয় পদচার।

চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ রব উঠিল আঁধারে,
পুকুরের পাড়েতে গা, করে ছম্ ছম্
মাঝে মাঝে বাঁশ বন পথের দুধারে
খস্ খস্ শব্দে ভয় লাগয় বিষম।

কি যেন দেখিতে শাদা পথে দেখা দিল,
ঠাহরিয়া দেখে বুড়ী শুয়ে এক ষাঁড়,
ভরসা তখন কিছু মনে উপজিল,
ফিরে চলে তাড়াতাড়ি শিরে করি ভাঁড়।

ক্রমে ক্রমে পথে যত বাড়ে অন্ধকার,
ততই বুড়ীর মনে বাড়য় হুতাশ ;
নিশিবট তলা যেই হলো বুড়ি পার,
পাছে পাছে শুনে শব্দ, ভাবে সর্ব্বনাশ।

ফিরিয়া দেখিল বুড়ী শব্দও থামিল,
আঁধারেতে কিন্তু কিছু দেখা নাহি যায় ;
ভয়েতে তখন বুড়ী দৌড়িতে লাগিল,
শব্দও দৌড়িয়া তার পাছু পাছু ধায়।

উড়িল বুড়ীর প্রাণ ঘন বহে শ্বাস,
বারেক সে ধীরে ধীরে চলিয়া দেখিল ;
তবু শব্দ পাছে পাছে ধায় আশ পাশ,
ঘন ঘন রাম নাম অন্তরে স্মরিল।

কিছু দূর গিয়া বুড়ী পাছে ফিরে চায়,
কে আসে করিয়া শব্দ পায় পায় তার।
কি যেন দাঁড়ায়ে কাল দেখিবারে পায় ;
ভূতেতে করেছে তাড়া নাহিক নিস্তার।

শত শত রাম নাম বুড়ী জপে মনে,
এদিকে চালায় পদ তাড়াতাড়ি কত ;

চলিল সকল মাঠ, ভূত বুড়ী সনে,
না মানিল রাম নাম তুক তাক যত।

পড়িল তাদের বাল্‌দ বুড়ীর পশ্চাৎ,
অমনি শিহরে মন কাঁপে থর থর;
মনে হয় পাছে ভূত পড়ে বা হঠাৎ,
ঝুপ করে চেপে ধরে ঘাড়ের উপর।

তবু ভূত খট্‌ খট্‌ আসে পায় পায়,
বরাবর পাছে পাছে চলেছে যেমন;
বুড়ী এসে মূর্চ্ছা যায় দুয়ার গোড়ায়,
নাহি বাক্‌, কপালেতে স্বেদ বরিষণ।

বাহিরে আইল বুড়া হয়ে চমৎকার,
দৌড়িয়া আইল তার দুহিতা সুন্দরী;
কিছুই জানে না তারা বুড়ীর ব্যাপার,
কি হোল কি হোল হায়! এই রব করি।

আলোতে বুড়ীর শেষে চমক্‌ ভাঙ্গিল,
আধ রবে "ওই ভূত" বলে থর থরে;
তখন মাঠের পানে প্রদীপ ধরিল,
প্রকাশ হইল ভূত চারি পায়ে চরে।

ওই সে গাধার ছানা হারায়েছে ধাড়ী,
কোথা যাবে অন্ধকারে রেতের বেলায়;
না চেনে সে পথ ঘাট নাহি চেনে বাড়ী,
এসেছে বুড়ীর পাছে ধরিয়া সহায়।

নহে ভূত নহে প্রেত গেল তবে জানা,
না জানে নির্দ্দোষী গাধা পরের অহিত ;
ধরিয়া আনিল কন্যা সে গাধার ছানা,
সকলেতে যত্ন তারে করে যথোচিত।

প্রতি দিন হাঁটে গাধা খট্‌ খট্‌ করি,
বেড়ায় আনন্দে সদা চাষার উঠানে ;
যে রবে বুড়ীর মন উঠেছে শিহরি,
সে রব হরিষে এবে বুড়ী শুনে কাণে।

সকলের প্রিয়পাত্র গর্দ্দভ হইল,
কন্যার প্রমোদ বড় গাধারে পাইয়া ;
লালন পালনে গাধা বাড়িতে লাগিল,
তাহার রহস্য কথা গেল প্রচারিয়া।

সে গাঁয়ের সবে হাসে গাধার কথায়,
ভাঙ্গিল ভূতের ভয় অনেকের ভাই ;
লোকে ভাবে ভূত প্রেত এ গাধার প্রায়,
মিছা ভয়ে কত লোক মরে কত ঠাঁই।

চন্দ্র সূর্য্যের বিষয়।

শৈশবাবস্থায় আমাদিগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হইলে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় আশ্চর্য্য পদার্থ আর কিছুই বোধ হয় না। ইহারা কি, এ বিষয় জানিবার জন্য আমাদিগের দিন দিন কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব এতৎ সম্বন্ধেই আমাদিগের প্রথম প্রশ্ন অন্তরে উদিত হয়। বৃদ্ধা পিতামহী অথবা জননীকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা দেবতা বলিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করেন। সুতরাং ভবিষ্যতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায়

যখন ইহাদিগের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হই, তখন সেই বিশুদ্ধ নবভাবে আমরা একেবারে বিমোহিত ও আশ্চর্য্য হইয়া যাই। জননীকে অনভিজ্ঞা জ্ঞানে তখন তাঁহার প্রতি হয়ত কথঞ্চিৎ হতশ্রদ্ধাও হয়। কিন্তু যে মাতা বুদ্ধিমতী বা সুপণ্ডিতা, তিনি কি সেরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। তিনি সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম জোন্সের জননীর ন্যায় কোন কৌতূহলজনক সদুত্তর প্রদানে আমাদিগের জ্ঞানস্পৃহা আরও উত্তেজিত করিয়া দেন। তিনি বলেন "বই পড়, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে।"

চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের পুরাণ ও উপপুরাণে যে নানাবিধ উপন্যাস কথা আছে, তাহা সত্য নহে, কেবল অনভিজ্ঞ লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃত জ্ঞান প্রভাবে এক্ষণে সেই সমুদায় কাল্পনিক উপন্যাস তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্ব দেশেই চন্দ্র সূর্য্য বিষয়ে এদেশের ন্যায় নানা প্রকার গল্প কথা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। যেথানে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে সেই সকল দেশে ক্রমে কাল্পনিক বৃত্তান্ত আপনাপনিই তিরোহিত হইতেছে। এই সকল কাল্পনিক উপন্যাস অত্যন্ত অদ্ভুত ও মনোহর বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত তদপেক্ষাও অধিক মনোরম ও বিচিত্র। একেত সত্যের প্রতি আমাদিগের অন্তরের কেমন একটী স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাতে সেই সত্য এমত সুমোহন ও বিচিত্র বেশে আমাদিগের নিকট উদিত হয় যে তদ্দর্শনে আমরা একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ি। এই কথার যথার্থতা এই চন্দ্র সূর্য্য বিষয়ক বৃত্তান্তে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে।

সৌর জগতের মধ্যে চন্দ্র আমাদিগের ভূলোকের যেমন সন্নিকট এমত কিছুই নহে। সূর্য্য ব্যতীত অন্য কোন নভোমণ্ডলস্থ পদার্থকে এমত জ্যোতির্ম্ময় বোধ হয় না। এজন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দুই দ্যুলোক জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিৎ সুধীবর্গের আলোচ্য হইয়া আছে। মানবেরা ইহাদিগকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। এই দুই পদার্থ হইতে আমরা ভূলোকে যে অসংখ্য উপকার লাভ করি তাহা প্রতি পদেই উপলব্ধি হয়। এজন্য পূর্ব্বকালে ইহারা দেবতা স্বরূপ গণ্য হইয়া মানবের উপাস্য হইয়া-

ছিল। সুধু হিন্দুরা নয়, হিব্রু, গ্রীক, রোমান প্রভৃতি প্রাচীন সমুদায় সভ্যজাতি মধ্যেই এই পদার্থ দ্বয়ের অর্চ্চনা রীতি প্রচলিত ছিল। ইহাদিগের হইতেই সময় গণনা উদ্ভূত হইয়াছে। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত আমরা দিবা গণনা করি, চন্দ্রের এক পুর্ণিমা হইতে অন্য পুর্ণিমা পর্য্যন্ত পূর্ণমাসের গণনা হয় এই জন্য পুর্ণিমার নাম পৌর্ণমাসী। এই মাস ত্রিশ দিনে সম্পূর্ণ হয়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, এরূপ বার মাস কাল অতীত হইলে, একবার মাত্র সূর্য্যদেব পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসেন। এই প্রদক্ষিণ কাল বৎসর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পৃথিবী আহ্নিক ও বার্ষিক গতি বর্ণনা স্থলে আমরা দিবা ও বৎসরের বিবরণ লিখিয়াছি। এক্ষণে এই চান্দ্র মাসের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে পৃথিবী সূর্য্যকে বার্ষিক গতিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী যেরূপ সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্র তদ্রূপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর উপগ্রহ অথবা পারিপার্শ্বিক গ্রহ বলিয়া থাকে। পৃথিবীর দুই প্রকার গতি, কিন্তু চন্দ্রের তিন প্রকার গতি অনুমিত হইয়াছে। একটীকে চন্দ্রের দৈনিক গতি, অন্যটীকে পার্থিব মাসিক গতি, এবং তৃতীয়টীকে চন্দ্রের পার্থিব বার্ষিক গতি বলা যায়। আমরা দেখিতে পাই চন্দ্রের চিরকালই এক প্রকার আকার। এক পুর্ণিমার চন্দ্রে আমরা যে সকল কলঙ্ক দেখি প্রতি পৌর্ণমাসীতেই সেই সকল কলঙ্কই দেখা যায়। অর্দ্ধচন্দ্র, তৃতীয়া ও অন্যান্য তিথির চন্দ্র সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। এই গোলাকার পদার্থের এক ভাগই পৃথিবীর দিকে বার মাস সমান ফিরান রহিয়াছে। চন্দ্রের অপর ভাগটী আমরা দেখিতে পাই না কেন? চন্দ্র গোল, পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে অথচ তাহার সকল ভাগ দৃষ্ট হয় না। স্ত্রীলোকেরা যখন জামাইকে বরণ করেন, তখন তাঁহাদিগের হাতের এক পিট মাত্র জামাতার দিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকেন, অন্য পিঠ দেখান না। চন্দ্রও সেইরূপ যেন পৃথিবীকে বরণ করিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই মনুষ্য চন্দ্রকে দেখিতেছে, কিন্তু সর্ব্বস্থানেই চন্দ্রের মূর্ত্তি একই রূপ।

ভারতবর্ষে তাহার যেস্থানে যেরূপ কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, আমেরিকাতেও ঠিক তদ্রূপ। এমত স্থলে চন্দ্রের এক প্রকার গতি অনুমান না করিলে এ বিষয় নির্ণীত হয় না। এই গতি দ্বারা চন্দ্র আপনাআপনি এরূপে ঘুরিতেছে যে তাহার এক দিকই চিরকাল পৃথিবীর দিকে ফিরান রহিয়াছে, এই গতি অনুসারে একবার ঘুরিতে ইহার প্রায় সাতাইশ দিন আট ঘণ্টা লাগে। আবার এই সময়ের মধ্যে ইহা পৃথিবীর চারিদিকেও ঘুরিয়া আইসে। অর্থাৎ ইহার দৈনিক ও মাসিক গতি এককালে সম্পন্ন হয়। পৃথিবীর যে গতি অনুসারে ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্রি সম্পন্ন হইতেছে, চন্দ্রেরও সেই গতি অনুসারে তাহার প্রায় সাতাইশ দিন, আট ঘণ্টায় এক দিবারাত্রি সংঘটিত হইতেছে; অতএব চন্দ্রের এক দিবস সম্পূর্ণ হইলে পৃথিবীকেও তাহার একবার বেষ্টন করা হইল। কিন্তু সাতাইস দিন আট ঘণ্টায় কি আমাদিগের মাস গণনা করা হয়? আমরা প্রায় ত্রিশ দিনে মাস গণনা করিয়া থাকি। তাহার কারণ এই এক অমাবশ্যার পরে অন্য অমাবশ্যা সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ত্রিশ দিন লাগে। কিন্তু চন্দ্র যখন ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখন, পূর্ব্ব-পর অমাবশ্যা ঘটিতে প্রায় ত্রিশ দিন লাগে কেন? পৃথিবীর গতি নিবন্ধন স্থান পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ। চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, পৃথিবীও তেমনি সেই সময়ে বার্ষিক গতি অনুসারে সূর্য্য সম্বন্ধে অনেক দূর স্থানান্তরিত হইতেছে; এক অমাবশ্যায় সূর্য্য পৃথিবীর যে স্থানে ছিল, পর অমাতিথিতে সূর্য্য সে স্থানে নাই। একটী ঘড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবিষয় অনেক বোধগম্য হইবে। দ্বিপ্রহর বাজিলে আমরা দেখি, ঘড়ির দুইটী কাঁটাই এক স্থানে উপর্য্যুপরি আছে। ঠিক এক ঘণ্টাকাল অতীত হইয়া গেল, মিনিটের কাঁটা পুনরায় দ্বিপ্রহরের মাথায় ঘুরিয়া আসিল। কিন্তু সেখানে আর ঘণ্টার কাঁটা নাই। উঠা আরও পাঁচ ছয় মিনিট অতীত না হইলে ঘণ্টার কাঁটার সহিত মিলিত হইতে পারিবে না। ঘণ্টার কাঁটা না চলিলে মিনিটের কাঁটা ৬০ মিনিটে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিত, কিন্তু চলে বলিয়া ৬৫ মিনিটেরও অধিক লাগে। এই প্রকার কতকটা পৃথিবী ও চন্দ্র সম্বন্ধেও ঘটিতেছে। এজন্য এক অমা-

বশ্যার পর আর এক অমাবশ্যা সংঘটন হইতে ২৭ দিনের অধিক লাগে। প্রায় দুই দিন বেশি হইয়া পড়ে। সাড়ে ঊনত্রিশ দিন না হইলে দুইপক্ষ সম্পূর্ণ হয় না। এজন্য আমরা ত্রিশ দিনে চান্দ্রমাস গণনা করি।

পৃথিবী যে সময়ে একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে চন্দ্র সে সময়ে তের বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু বারটী অমাবস্যা সম্পূর্ণ হয়। মাসের সংখ্যা দ্বাদশ হইলেও আমরা দেখিতে পাই সকল মাস ত্রিশ দিনে হয় না। তাহার কারণ পৃথিবী ও চন্দ্রের বার্ষিক গতিতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। পৃথিবীর সহিত চন্দ্রও সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এমত নির্ণীত হইয়াছে, প্রায় তিন শত সাড়ে পয়ষট্টি দিনে এই প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়। ত্রিশ দিনে মাস গণনা করিলে আমরা বার মাসে তিন্ শত ষাইট দিনের অধিক প্রাপ্ত হই না। তবে প্রতিবর্ষে অবশিষ্ট সাড়ে পাঁচ দিন আমরা কিরূপে গণনার সহিত সমন্বয় করিব? এজন্য এক্ষণে বর্ষ গণনায় চান্দ্রমাস ত্যাগ করিয়া সৌর মাস ধরিতে হইয়াছে। ঐ সাড়ে পাঁচ দিন বর্ষের মধ্যে ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানেরা অদ্যাপিও চান্দ্রমাস গণনা করে। পূর্ব্বে অনেক জাতি মধ্যে চান্দ্রমাস গণনাই প্রচলিত ছিল। পিলু দ্বীপপুঞ্জের* নৃপতি যখন তাহার পুত্রকে কাপ্তেন উইলসনের হাতে সমর্পণ করেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কত চন্দ্রের পর সন্তানকে পুনরায় দেশে দেখিতে পাইব? ইহাতে প্রতীত হইতেছে ঐ দ্বীপবাসীরা চন্দ্রকেই কাল গণনার মূলীভূত জ্ঞান করে।

তীর্থ যাত্রা।

(অবলা ও সরলা।)

"মন ভাল নয় তীর্থ কর,
বৃথা কাজে ঘুরে মর।"

সরলা। ভাই অবলা! বড় যে ব্যস্ত দেখ্‌ছি কি সাজ গোজ কর্‌ছ?

অবলা। ভাই! সমুখে জগন্নাথ দেবের রথ। পাড়ার সব মেয়েরা যাবে। তাই মনে কর্‌ছি একবার শ্রীমুখটা দেখে আসি।

---

* আসিয়া-খণ্ডের পূর্ব্বাংশে প্রশান্ত মহাসাগরে।

স। তুমি কি কখন শ্রীক্ষেত্রে যাও নাই, শ্রীমুখ দেখ নাই?

অ। গেছিলাম, সেবার দোলের সময়। তা একবার দেখে কি আস্ মিটে? আর দোলের চেয়ে রথ দেখায় পুন্নি বেশী।

স। একে এই গরমী কালের কাটফাটা রৌদ্র, তায় এই পথ হেঁটে যাওয়া, আর লোকের ভিড়ে সর্দ্দি গরমী, তোমার নিজেরত এইরূপ কষ্ট! তা পাওগে। কিন্তু এই যে অবগণ্ড ছোট ছোট ছেলে গুলি, এদের ফেলে যেতে কষ্ট হবে না?

অ। লোকে কথায় বলে;

"জগন্নাথের কিবে লীলে,
কোলের ছেলে যায় গো ফেলে।"

স। তোমরা ভাই খুব পুণ্যধর্ম্ম করে নিলে। যাহোক, আর কোন্ কোন্ তীর্থ ভ্রমণ করেছ, আর তার কি মাহাত্ম্য বুঝেছ বল দেখি ভাই শুনি?

অ। আমাদের পাপীয়সীদের আবার তীর্থ ভ্রমণ। আর আপনার মুখে কি ওকথা বলতে আছে?

স। কেন, পুণ্য ক্ষয় হয়ে যাবে না কি? তা, শুনতে চাচ্ছি কিছু বলই না।

অ। পুণ্যের ত ছালা বেঁধেছি। দেখ ভাই, শ্রীক্ষেত্রে ত একবার গেছিলাম; কলের গাড়ী হবার আগে একবার কাশী, গয়া, প্রয়াগ দর্শন করে আসি, আর তার পরে দুই বারে মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার পর্য্যন্ত দেখে এসেছি; বৎসর বৎসর এক একবার গঙ্গাসাগরে যাই; আর কাছে নিকটে যত ছোট বড় তীর্থ আছে তায়ত প্রায় যাতায়াত করি। শুনি সব জায়গারই মাহাত্মিটা খুব আছে! দর্শনে পর্শনে মুক্তি!!

স। আমারত তীর্থযাত্রার বাইটা ছেলে বেলা অবধি। এমন তীর্থের নাম শুনি নাই, যেখানে যাই নাই। তুমি বোধ হয় মনে করচ এত তীর্থের দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি লাভ করে ফেলেছ, আমারও ঐ রকম বোধ হইত। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, চিরদিন যে তীর্থ তীর্থ করিয়া বেড়ান গেল, গোলমাল ছাড়িয়া মনে স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলে কি লাভ হইয়াছে বুঝা যায়! মুক্তি লাভ দূরে থাকুক, মন কি বেশ পবিত্র হইয়াছে—ভাল দিকে যায়? সংসারের মায়ায় মন মুগ্ধ হয় না? ঈশ্বরে মতি হইয়াছে? লোকের প্রতি রাগ দ্বেষ হিংসা হয়

না সকলকে ভাল বাসা যায়, সকলের ভাল করিতে ইচ্ছা হয়? এই সকলত মুক্তির পথ। এই সকল না হইলে লোকে বলে আমাদের মুক্তি লাভ হইবে, তা হলেই কি হইল?

অ। তুমি যা বল্‌ছ, তা ঠিক্‌ কথা। কিন্তু আমাদের মন কি একবারে ভাল হবে? পুণ্যের ফল যাবে কোথায়? পরকালেত ভাল হবে?

স। কথায় বলে,

"থাক্‌রে কুকুর আমার আশে,
ভাত দেব সেই পৌষ মাসে।"

ইহকালে কিছু হলো না, পরকালে হবে? পরকালেত এই পাপ-পোরা মন যাবে, সেখানেত স্বর্গের ভোগ প্রস্তুত! যে এখান হতে ভাল মন নিয়ে যেতে পারে, তারই পরকালে সদ্গতি। নয়ত দান কর আর ধ্যান কর, জপ কর আর তীর্থ কর সব বাহ্যিক—সব পণ্ড।

অ। তবে এত লোক তীর্থে যায় কেন?

স। এত লোক যাত্রা শুন্‌তে নাচ্‌ দেখ্‌তে যায় কেন? মনে কর কি সকলে ধর্ম্মের জন্য যায়? ও একটা হুজুক—একটা আমোদ। সত্য সাক্ষী করে বল দেখি, তীর্থ স্থানে কত অসৎ লোক ও পাপাচার দেখিয়াছ কি না?

অ। তীর্থ আমার মাথায় থাকুন, কিন্তু বল্‌তে কি, তীর্থে যত অসৎ লোক, যত পাপাচার এত আর কুত্রাপি দেখি নাই। এক একবার মনে হয় যে দেবতাদের সঙ্গে বাদ সেধে অসুরেরা বুঝি মূর্ত্তিমান্‌ হয়ে যাত্রীদের উপর উৎপাত করিতে আসিয়াছে—জাত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসা ভার। যত বেশী তীর্থ দেখিয়াছি, ততই বেশী পাপ দেখিয়াছি। হয়ত ভাল মনে গিয়া কত কুভাব লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তাই এক একবার তীর্থে যাইতে মন সরে না।

স। তোমার কাছে ঠিক্‌ কথা শুনে আমি বড় খুসী হলাম। কিন্তু তীর্থ স্থানের পাপ তুমি যত মনে করিতেছ, তায় চেয়েও অধিক। যাদের কু-লোক বল্‌ছ তারাত তীর্থ দর্শন, তীর্থবাসের ছলে সব কুকর্ম্মই করে। কিন্তু বল্‌ব আর কি, যারা তীর্থের অধ্যক্ষ, যাজক, পুরোহিত তাদের মধ্যেও ভয়ানক কাণ্ড দেখা যায়। তাদের মধ্যে যথার্থ ধার্ম্মিক লোক অতি অল্প—অধিকাংশ ভণ্ড-তপস্বী। তারা কেবল অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবসায় বলিয়া ধর্ম্মের আড়ম্বর করে। তারা মিষ্ট মুখে ধর্ম্মের

কত কথা বলে, কত আশীর্ব্বাদ করে। কিন্তু যেমন কলিকাতার ঠাঁই ঠাঁই কসাই কালীর সেবা দেখিয়াছ, তাহাদের কার্য্য তদপেক্ষাও জঘন্য।

অ। তুমি তীর্থের উপর আমার মনটা বড় চট্‌য়ে দিলে। আমি মনে করিতাম অপর লোকে যে যে অভিসন্ধিতে যাক্‌, যে যা করুক্‌ ক্ষতি নাই; কিন্তু পূজরী প্রভৃতি দেবতার মত, তাঁহাদের দেখ্‌লেও পুণ্য হয়। তবে কি তীর্থে যাওয়ার কোন ফল নাই?

স। তীর্থযাত্রার কোন ফল নাই এমত নয়। হট্টগোলে না গিয়া দেশ ভ্রমণের অভিপ্রায়ে রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া গেলে এবং আবশ্যক যাহা দেখিবার, দেখিলে অনেক বহুদর্শী হওয়া যায়। বঙ্গদেশের অবলারা চিরকাল কারারুদ্ধ থাকে, তাহাদের পক্ষে এরূপ ভ্রমণও আবশ্যক। কিন্তু যদি ধর্ম্মসাধনের জন্য বল, তবে তাহার তীর্থ অন্য প্রকার।

অ। অন্য প্রকার তীর্থ কি?

স। "চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং" পবিত্র মনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। তুমি জান, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত দূর দেশে ভ্রমণ, 'তীর্থযাত্রা পর্য্যটন, কেবলই মনের ভ্রম'। মনে যদি পাপচিন্তা সংসার কামনা না থাকে, তাহা হইলে মন নির্ম্মল হয়। সেই নির্ম্মল মনে ভক্তি যোগে যেখানে ঈশ্বরকে ডাকিবে সেই খানেই হৃদয়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। তাহা না হইলে, কাশী, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র সকল স্থান সহস্র বার ভ্রমণ করিয়া আসিলেও কোন ফল দর্শিবে না। তাই বলি "মন ভাল নয়, তীর্থ কর, বৃথা কাজে ঘুরে মর"। ভাবিয়া দেখ দেখি, এতদিন বৃথা কাজে ঘুরিয়া মরিয়াছ কি না? যদি মনকে ভাল করিতে চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে আপনার হৃদয়ে সর্ব্বদা ঈশ্বরের মন্দির দেখিতে, যখন ইচ্ছা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, তাঁহাকে পূজা করিতে, সর্ব্বদাই তাঁহার আশীর্ব্বাদে মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে। প্রাচীন কালের মুনি ঋষিরা এই তীর্থে বাস করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

অ। ভাই, তুমি আমারে যথার্থ তীর্থের সন্ধান বলিয়াছ। ঘরে তীর্থ থাকিতে কেন আমি দূরদেশে ঘুরিয়া মরিতে যাইব। জগতের নাথকে যদি আমি হৃদয়ে দেখা পাই আমি আর কিছুই চাহি না।

স। ঈশ্বর দয়াময়। তিনি ভক্তাধীন ভগবান। ভক্তিভাবে তাঁহার জন্য প্রার্থনা কর। আর তাঁর উদ্দেশে পবিত্র ভাবে জীবনের কাজ সকল কর, দেখ দেখি, তাঁর নিকটে অক্ষয় তীর্থের ফল লাভ হয় কি না? ঈশ্বরের চরণে মন দৃঢ় করিতে পারিলে হুজুক করিয়া তীর্থে যাওয়া যে নিরর্থক বেশ বুঝিতে পারিবে।

আ। ভাই! হুজুক ঠিক্ বলেছ। আমি রথ দেখায় ক্ষান্ত হলাম। আমি মন কিছুতেই ভাল করিতে পারি নাই, এবার গিয়াই বা কি হবে? যত দিন মনটা ভাল করিতে না পারি, লোকের হুজুকে মিশিব না। আপনি ভাবিব এবং সকলকে বলিব,

"মন ভাল নয় তীর্থকর
বৃথা কাজে ঘুরে মর।"

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সু। জড় পদার্থের আর কোন প্রকার আকর্ষণ আছে কি না?

মা। আকর্ষণের কথা এখনও শেষ হয় নাই, আজি রাসায়নিক আকর্ষণের কথা বলিব। সুশীলে! বল দেখি, সৃষ্টির যত কিছু পদার্থ কি কি মূল পদার্থে তৈয়ার হইয়াছে?

সু। মা! লোকে না বলে ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম অর্থাৎ মাটী, জল, আগুণ, বাতাস আর আকাশ, এই পঞ্চভূতে সকল বস্তু হইয়াছে?

স। সেকেলে পণ্ডিতেরা এই রূপ বলিতেন বটে কিন্তু মা! তুমি একবার বুঝাইয়া দিয়াছ এখনকার পণ্ডিতেরা তাহা মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন।

মা। কিরূপে বলিতে পার?

স। ভূত, রূঢ়ি পদার্থ অথবা মূল পদার্থ, কি না যাহা এক, যাহা হইতে আর দুই তিন পদার্থ পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু মাটী হইতে নানা প্রকার ধাতু এবং আরও অনেক প্রকার মূল পদার্থ বাহির হইয়াছে; জলকে অম্লজন ও জলজন নামে দুই প্রকার বাষ্পে পৃথক্ করা যায়; বায়ুর মধ্যে যবক্ষার জন এবং অম্লজন এই দুই পদার্থের ভাগ অধিক, তা ছাড়া আর আর পদার্থও অল্প পরিমাণে আছে; আগুণকে অনেকে পদার্থ বলেন না, পদার্থের গুণমাত্র বিবেচনা করেন; আর আকাশ অর্থাৎ শূন্য,

ইহা কিছুই নয়। সুতরাং এই সকলকে কি প্রকারে মূল পদার্থ বলা যায়?

মা। বা! সত্যর ঠিক্ মনে আছে ত।

সু। পরমাণুর কথা বলিবার সময় তুমি বলিয়াছিলে, পরমাণু দ্বারা সকল পদার্থ রচিত। তবে কি পরমাণু সকল মূল পদার্থ নয়?

মা। পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, সকল পদার্থ পরমাণু দ্বারা রচিত বটে, এবং তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিলে অবশেষে পরমাণু মাত্র থাকে। কিন্তু পরমাণুতে ভাগ করা কল্পনায় বুঝিতে হয়। পদার্থ সকলকে মূল পদার্থে পৃথক্ করা এবং মূল পদার্থ কয়েকটীর সংযোগে পদার্থ উৎপন্ন করা অন্য প্রকার। যেমন বর্ণমালার ক খ ইত্যাদি অক্ষর একত্র করিয়া সকল শব্দ হয় এবং সকল শব্দকে ক খ ইত্যাদি অক্ষরে পৃথক্ করা যায়, ইহাও সেই প্রকার। যেমন ৫০টী ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে ৫০হাজারের অধিক শব্দ হইয়াছে, সেইরূপ ৫০।৬০টী মূল পদার্থ দ্বারা জগতের সমুদায় পদার্থ গঠিত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা এইরূপ স্থির করিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দেখ, কমল ও কলম যদিও ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, কিন্তু দুয়েতেই অকারযুক্ত ক, ল ও ম এই তিনটী মাত্র অক্ষর ভিন্ন ভিন্নরূপে সাজান হইয়াছে। এইরূপ তোমরা শুনিয়াছ, কয়লা ও হীরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হইলেও ইহাদের মূল পদার্থ একই প্রকার, কেবল ভিন্ন ভিন্নরূপে সাজান।

সু। মা! যে বিদ্যা দ্বারা এমন আশ্চর্য্য বিষয় সকল জানা যায় তাহার নাম না রসায়ন বিদ্যা? মূল পদার্থ সকলের যোগে কত আশ্চর্য্য কার্য্য হইতেছে তাও শুনিয়াছি। আমরা যে আহার গ্রহণ করি তাহা হইতে অস্থি, মাংস, রক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে; এক মৃত্তিকা হইতে কত প্রকার বৃক্ষ ও তাহাদিগের পাতা, ফুল, ফল জন্মিতেছে। জন্তুদিগের শরীর হইতে বৃক্ষ লতা, বৃক্ষলতা হইতে মৃত্তিকা এইরূপ পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই ঘটিতেছে।

মা। এ সকল কেবল রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য।

সু। যোগাকর্ষণকে কি এক প্রকার রাসায়নিক আকর্ষণ বলা যায় না?

স। তা কি প্রকারে হইবে? এক খণ্ড মৃত্তিকার সহিত আর এক খণ্ড

মৃত্তিকার কি এক খণ্ড কাষ্ঠের সহিত এক খণ্ড লৌহের যোগত সহজে করা যাইতে পারে এবং উত্তাপ বা বল দ্বারা তাহাদিগকে পৃথক্ করা যায়। কিন্তু জলে যে দুই বাষ্প আছে তাহাদিগকে পৃথক্ করা কি যোগ করাত সহজ নয়।

মা। যোগাকর্ষণে পদার্থ সকলকে যোগ করে, কিন্তু তাহাদিগের পূর্ব্ব অবস্থা বা গুণের কোন পরিবর্ত্তন করে না। ইহাতে বস্তু সকলের অণু যেমন তেমনি থাকে। রাসায়নিক আকর্ষণে যে যৌগিক পদার্থ হয় তাহাতে যে যে পদার্থ যোগ হইল তাহাদের চিহ্ন থাকে না, কিন্তু এক নূতন ভিন্ন প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। চূণ ও হলুদ মিশ্রিত করিলে চূণও থাকে না, হলুদও থাকে না, পাটল বর্ণের এক প্রকার নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই দেখ নাইট্রিক নামে এক প্রকার আরোকে এই পয়সাটী ফেলিয়া দিলাম। কেমন শীঘ্র শীঘ্র তামার পরমাণু আর আরোকের পরমাণু একত্র হইয়া এক নূতন রঙ্ হইতেছে।

সু। হাঁ মা, ঐ যে ক্রমে ক্রমে পয়সা ক্ষয়ে যাইতেছে, কিছুই কি থাকিবে না?

স। আমি বোধ করি আরোকের সঙ্গে তামার প্রণয় বেশী।

মা। রাসায়নিক আকর্ষণ এমন প্রবল এবং অদ্ভুত, যে পণ্ডিতেরা ইহাকে রাসায়নিক প্রণয়ও বলিয়া থাকেন। দেখ পয়সার পরমাণু সকল যোগাকর্ষণে কেমন শক্ত হইয়াছিল, কিন্তু রাসায়নিক আকর্ষণের কাছে যোগাকর্ষণ শিথিল হইয়া গেল, তামার পরমাণু সকল ছাড়াছাড়ি হইয়া আরোকে মিশিতেছে। এখানে দেখ যোগাকর্ষণ আর রাসায়নিক আকর্ষণে কেমন বিরোধ! আবার দেখ নূতন যৌগিক পদার্থ আরোকের ন্যায় বর্ণহীন কিম্বা তামার ন্যায় শক্ত, ভারী ও রক্তবর্ণ নয়, ইহা নীলের কসের মত হইয়াছে। ভাল করিয়া মিশ্রিত হইলে এবং জল শুকাইয়া গেলে ইহা অতি সুন্দর, স্বচ্ছ, নীল কাঁচের মত হইবে এবং ইহাতে মিছরির মত দানা বসিবে। এই দেখ ইহার নমুনা কয়েক খানি আনিয়াছি।

সু। বা কেমন আকার, বর্ণ, স্বচ্ছতা! এমন আশ্চর্য্য জিনিষত দেখি নাই।

স। আচ্ছা, রাসায়নিক আকর্ষণে যেন পদার্থে পদার্থে মিশ্রিত হইল,

কিন্তু যৌগিক পদার্থ হইতে মূল পদার্থ পৃথক্ কেমন করিয়া হইবে?

মা। তুমি এই আকর্ষণকে রাসায়নিক প্রণয় বলিতেছিলে, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিলে হয়। মনুষ্যেং যেমন প্রণয় থাকে, কিন্তু কম বেশী প্রণয়ও থাকে। আমি এক বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছি, কিন্তু তার চেয়ে আরও প্রিয় বন্ধু যদি আইসেন তাহা হইলে ইহাকে ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাই। তেমনি দুই পদার্থ মিশিয়া আছে কিন্তু তাহাদের নিকট যদি এমন একটী তৃতীয় পদার্থ আইসে যে উভয়ের একটীর সহিত তাহার রাসায়নিক প্রণয় অধিক, তাহা হইলে সে পদার্থ পূর্ব্ব সঙ্গীকে ছাড়িয়া নূতনের সহিত মিলিত হইবে, পূর্ব্ব সঙ্গী একা পড়িয়া থাকিবে।

সু। জড় পরমাণু সকলের চোক কাণ, আছে না কি? তাদের আবার বন্ধু! তাদের আবার প্রণয়! এ যদি হয় ত, এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

মা। বাস্তবিক এইরূপ আছে এবং তাহা অখণ্ড, ঈশ্বর-প্রদত্ত নিয়ম। যত তাহাদিগের বিষয় আলোচনা করিবে ততই বুঝিতে পারিবে। বোধ কর, আরোকে আর তামাতে নীলরঙের যৌগিক পদার্থটী হইয়াছে, তাহার সহিত যদি লৌহ একত্র করা যায়, তামার অপেক্ষা লৌহের সহিত আরোকের স্বাভাবিক অধিক প্রণয়, অতএব আরোক তামাকে ছাড়িয়া লৌহের সহিত মিশিবে, তামা নীচে পড়িয়া যাইবে।

সু। আচ্ছা, এই ছুরি খানিত লোহা নির্ম্মিত, আমি ইহা ঐ নীলরসে ডুবাইয়া দেখি। তাইত উপরে এই যে তামার রঙ হইল!

স। ভাল, লৌহের সঙ্গে তবেত তামার প্রণয় বেশী, আরোকের কই?

মা। এইটী বুঝিবার ভুল। আরোক যে বাহিরে দেখা যাইতেছে না, তাহার কারণ উহা লৌহের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। তামা মিশ্রিত হয় নাই বলিয়া বাহিরে দেখা যাইতেছে। তামা তুলিয়া ফেল, আরোকে লৌহ কেমন মিশিয়াছে বুঝিতে পারিবে। যৌগিক পদার্থের মধ্যে কোন একটী পদার্থ বাহির করিতে হইলে এইরূপে করিতে হয়। এক, রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা ক্রমেং সকল পদার্থ ছাড়াইয়া লইয়া একটী পদার্থ বাকী রাখা।

দ্বিতীয়, যে পদার্থের সহিত উহার অধিক প্রণয়, তাহাকে যৌগিক পদার্থ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া উহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করা। পণ্ডিতেরা ইহার লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারেন। নেকড়া হইতে যে চিনি বাহির হয়, মৃত ব্যক্তির যে পেট চিরিয়া বিষ পরীক্ষা হয় তাহা এইরূপে।

সু। রন্ধন করা জিনিষ ত সময় সময় বিষ হইয়া উঠে।

স। আমার বোধ হয় রন্ধনের সময় রাসায়নিক আকর্ষণের কার্য্য অনেক হয়। কত জিনিষ মিশিয়া একটী ব্যঞ্জন তৈয়ার হয়, দ্রব্য সকলের গুণ না জানিলে ত কিসে কি হয় বলা যায় না।

মা। রন্ধনের দোষে যেমন খাদ্য দ্রব্য বিষবৎ হইতে পারে, ঔষধ সকল তৈয়ার করিতে অসাবধান হইলেও সেইরূপ হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এই জন্য যাঁহারা রন্ধন করেন এবং ঔষধাদি প্রস্তুত করেন তাঁহাদিগের পক্ষে রসায়ন বিদ্যা অথবা দ্রব্য গুণ জানা নিতান্ত আবশ্যক।

স। রাসায়নিক আকর্ষণ পদার্থ সকলের যোগ হইলেই কি হয়?

মা। কেবল যোগ হইলেই হয় না, এমন অবস্থায় যোগ হওয়া চাই যে তাহারা মিশিতে পারে। চূণ আর হলুদে যে পাটল বর্ণ হয় তাহা শুষ্ক চূণ আর হলুদ একত্র করিলে হয় না, উভয়কে জল দিয়া আরও নিকট করিয়া দিতে হয়। এই জন্য দুই পদার্থের রাসায়নিক আকর্ষণ নিমিত্ত কখন কখন তৃতীয় পদার্থের সহকারিতা আবশ্যক হয়। অম্লজন ও জলজন বায়ু অনেক দিন একত্র থাকিলেও মিশ্রিত হয় না, কিন্তু যদি তাহাদিগকে খুব শীতল করা যায় অথবা তাহাদের সহিত তাড়িত যোগ করা যায় অমনি জল হইয়া পড়ে। ইহার বিষয় অন্য অন্য কথা পরে বলিব।

পুরাণ কথা-তিলোত্তমা।

হিরণাক্ষ দৈত্যের সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই পুত্র ছিল। তাহারা মহাবল পরাক্রান্ত এবং দুইজনে একমন একপ্রাণ ছিল। ত্রৈলোক্য জয় করিবার নিমিত্ত উভয়ে হিমালয়ে গিয়া বহুকাল তপস্যা করিল, লোক পিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দৈত্যেরা বলিল আমরা যেন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল জয় করিতে পারি, আর অমর হই। ব্রহ্মা বলিলেন আমার বরে ত্রৈলোক্য বিজয়ী হইবে, কিন্তু এককালে অমর কেহ নাই অতএব তোমরা তাহা কি প্রকারে হইবে? তবে যে প্রকারে মৃত্যু ইচ্ছা কর, সেই প্রকারে হইতে পারে। অসুরেরা যুক্তি করিয়া বলিল, তবে আমাদের দুই সহোদরে যবে বিবাদ হইবে তবে মৃত্যু হইবে, নচেৎ নয়। তাহারা মনে

করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিবাদ কখনই হইবে না। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অসুরেরা দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল। তাহাদের ভয়ে ইন্দ্র অমরাবতী ছাড়িলেন, দেবগণ বিনা যুদ্ধে পলায়ন করিলেন। তাহারা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগালয় জয় করিয়া ত্রিভুবনের অপূর্ব্ব সুন্দরী দেবকন্যা, নাগকন্যা, অপ্সরী, কিন্নরী প্রভৃতি হরণ করিয়া আনিল, সর্ব্ব প্রকার রত্নে আপনাদিগের ভাণ্ডার পূর্ণ করিল এবং যজ্ঞ, হোম, ব্রত ও সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম উৎসন্ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের অত্যাচারে ত্রিজগৎ কম্পিত হইল। দেবগণ কাতরভাবে ব্রহ্মার চরণে পড়িয়া সৃষ্টিরক্ষার উপায় প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আজ্ঞা করিলেন, অনুপমা ভুবনমোহিনী একটী রমণী নির্ম্মাণ কর। বিধাতার আদেশে দেবশিল্পী ত্রৈলোক্য মধ্যে যত সৌন্দর্য্য ছিল তাহা তিল তিল লইয়া এক অনুপম রূপ-লাবণ্যবতী নারী রচনা পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইলেন এবং করযোড়ে বলিলেন 'এখন কি করিব, আজ্ঞা করুন।' ব্রহ্মা রমণীর নাম তিলোত্তমা রাখিলেন এবং বলিলেন ইহা দ্বারা সুন্দ উপসুন্দ দুই দৈত্যের মধ্যে ভ্রাতৃভেদ জন্মাইয়া তাহাদিগের সংহার সাধন কর। কন্যার অলোকসামান্য রূপ দেখিয়া দেবগণও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন-যিনি যে অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতেই সম্পূর্ণ মোহিত হইলেন। তাঁহারা এক বাক্যে ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবন্! ইহা দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধ হইবে। বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমাকে লইয়া চলিলেন। সুন্দ উপসুন্দ লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী লইয়া বিন্ধ্যগিরি মধ্যে হৃষ্টমনে ক্রীড়া করিতেছিল, কন্যা তাহার অদূরে পুষ্প কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দৈত্যদ্বয় তাঁহাকে দেখিবা মাত্র এককালে উন্মত্ত হইয়া ধাবমান হইল। জ্যেষ্ঠ সুন্দ কন্যার দক্ষিণ হস্ত এবং কনিষ্ঠ উপসুন্দ তাহার বামহস্ত ধারণ করিল। সুন্দ বলিল আমি কন্যাকে অগ্রে দেখিয়াছি, ইনি আমার ভার্য্যা; জ্যেষ্ঠের ভার্য্যা কনিষ্ঠের জননী-তুল্য; অতএব উপসুন্দ! তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দেও।' উপসুন্দ বলিল, 'কন্যা আমাকে বরণ করিয়াছেন, কনিষ্ঠের ভার্য্যাকে স্পর্শ করিলেও মহাপাপ, অতএব তুমি ইহাঁকে পরিত্যাগ কর।' এইরূপে কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়ে গালাগালি হাতাহাতি করিতে করিতে ক্রোধে উন্মত্ত হইল এবং অবশেষে দুই ভয়ঙ্কর গদা লইয়া পরস্পরকে প্রহার করিল। চন্দ্র সূর্য্য পাতের ন্যায় উভয়ে গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কন্যাকে কালরূপী জানিয়া সকল দৈত্য তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিল। ব্রহ্মা ত্রিভুবন নিষ্কণ্টক

হইয়াছে দেখিয়া তিলোত্তমার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন এরূপ রমণী পৃথিবীতে থাকিলে সকলের ধর্ম্মাচরণ তপ জপ ভঙ্গ হইবে, অতএব তাঁহাকে সূর্য্যের কিরণের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া রাখিলেন।

আমাদিগের পুরাণোক্ত উপকথার ন্যায় প্রাচীন গ্রীকজাতির পুরাণেও একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রমিথিয়স্ ও এপিমিথস্ নামে দুই দুর্ব্বৃত্ত রাজা ছিল। দেবাধিপতি জুপিটার প্রথমে প্রমিথিয়সকে দমন করিবার জন্য বল্‌কান (বিশ্বকর্ম্মা) দেবকে একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। দেবশিল্পী যতদূর সাধ্য মনোহর করিয়া তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিলে অন্যান্য দেবতারা যাহার যে উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, তাঁহাকে দান করিলেন। বিনস্ (রতি) তাঁহাকে সৌন্দর্য্য ও মোহিনী শক্তি দিলেন, আপলো (সূর্য্যদেব) গান বিদ্যা দান করিলেন, মারকরী (দেবদূত) বাগ্মিতা এবং মিনর্ব্বা (সরস্বতী) অমূল্য জ্ঞান ভূষণ প্রদান করিলেন। সকল দেবতার দান হরণ করাতে তাঁহার নাম পাণ্ডোরা বা সর্ব্বহরা হইল। জুপিটার তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তে একটী ঝাঁপী দিলেন এবং বলিলেন যে তোমাকে বিবাহ করিবে তাহাকে এইটী দিবে। মারকরী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া প্রমিথিয়সের নিকট লইয়া গেলেন। দৈত্য দেবচাতুরী বুঝিতে পারিয়া কন্যা গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা এপিমিথসের ততদূর বুদ্ধি ছিল না। সে কন্যার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিল। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত ঝাঁপীটী যেমন খুলিল, অমনি তাহার মধ্য হইতে যত ব্যাধি বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং সমুদায় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঝাঁপীর নিম্নে কেবল 'আশা' ছিল, তাহাতেই লোকদিগের কষ্ট যন্ত্রণার অনেক লাঘব করিতে লাগিল।

পুরাণের এইরূপ উপাখ্যান যদিও কল্পিত গল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে অনেক নীতি পাওয়া যায়। যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ ও বাহ্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হন, তাঁহারা জানুন তাহাতে কত সর্ব্বনাশ হয়। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, পুরুষার্থ হানি, মৃত্যু এবং সকল প্রকার দুঃখ ইহা হইতে হয়। সে কালের জ্ঞানিগণ এই উপায়ে দুষ্টলোকদের বিনাশসাধন করিতেন।

নূতন সংবাদ।

কিছুদিন হইল খাঁটুরা এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে নিম্নলিখিত কয়েকটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

১। এক দিন এক চাষা আপন ক্ষেত্র হইতে কর্ম্ম করিয়া বাটী আ-

সিলে, তাহার মা বলিল, " বউটো বাড়ী বসে গরু দিয়ে কলাই গুণো খাওয়ালে রে " তাহা শুনিয়া হঠাৎ চপেটাঘাত করে, তাহাতেই তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এরূপ গোয়ারতমি মূর্খতা ভিন্ন প্রায় দেখা যায় না।

২। অল্প দিন মধ্যে এখানে ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি লোক উদ্বন্ধনে প্রাণে ত্যাগ করিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বিধবা। যখনই অনুসন্ধানে করা হইয়াছে বৈধব্যযন্ত্রণা ঘটিত অধর্ম্মাচরণের লোকাপবাদ এই অপঘাত মৃত্যুর একমাত্র কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। একটী তরুণ বয়স্কা ভদ্রকুলবালা ভ্রূণহত্যা করিতে অসমর্থা হইয়া আত্মহত্যা পূর্ব্বক ভ্রূণের সহিত সহমৃতা হইয়াছেন। এই অনাথিনীর বৃত্তান্তটী সবিশেষ অবগত হইলে মনুষ্যহৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই শোকার্ত্ত ও দেশাচারের মহা অনিষ্টকর শাসনে ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

৩। কয়েকটী বালক এক দিন শালিক পাখীর বাচ্চা পাড়িতে গিয়াছিল, একটী বালক কোটর মধ্যে হাত দিয়াই ত্রস্ত হইয়া হাত বাহির করিয়া আনিল; আর আর বালকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, "ওরে! বাচ্চা বড় হইয়াছে, বড় ঠুকরাইয়া দেয়, ধরা যায় না।" অপর একটী বালক বলিল 'তোর কর্ম্ম নয় আমি যাইতেছি। সে তাহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া কহিল, " তবে এবার আমি যেমন করিয়া পারি বাহির করিতেছি " এই বলিয়া বলপূর্ব্বক ধরিয়া যেমন টানিয়া বাহির করিবে, অমনি দৃষ্ট হইল একটী প্রকাণ্ড গখুরা সাপে তাহার হাতের সমুদয় চাটুটা গিলিয়া কেলিয়াছে। বালকটী মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া অবিলম্বেই পতিত হইল এবং প্রাণত্যাগ করিল।

এই সংবাদটী পাঠ করিয়া আমাদিগের পাঠিকাগণ আপন আপন সন্তানগণকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিবেন।

৫। লক্ষ্ণৌ নগরস্থ কৃতবিদ্যগণ খৃষ্টান রমণীদিগের সাহায্যে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সম্পন্ন করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিয়াছেন এবং আপনারা স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। গণেশ ইহার একটী কারণ সন্দেহ নাই। এ দেশের অধিকাংশ হিন্দু পরিবার খৃষ্টীয় শিক্ষয়িত্রীদিগকে বিদায় দিয়াছেন, কিন্তু আসল অভাবটী পূরণ করিবার কি কোন উপায় করিবেন না?

৫। আমেরিকার রমণীরা সকল বিষয়ে অগ্রসর। তথায় স্ত্রী মাজিষ্ট্রেট ও জুরী প্রভৃতি বিচারক হইয়াছেন। সম্প্রতি মিস্ কিবি কুজিন্স নাম্নী একটী পরমাসুন্দরী যুবতী বারিষ্টার হইয়া বক্তৃতাশক্তিতে সকলকে মোহিত করিয়াছেন। শুনা যায়, বি উড্ হল্ নামে এক নারী দালালের কাজ করেন, তিনি ইউ-

নাইটেড ষ্টেট্‌সের প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান শাসনকর্ত্তা হইবার প্রার্থী হইয়াছেন।

৬। অমৃতবাজার পত্রে দেখা গেল আফ্রিকার মোরজর নামক স্থানে এক উল্কাপিণ্ড পড়িয়াছে, তাহার ভার ৬০ মণ ২ সের।

বামাগণের রচনা।

বিদেশ ভ্রমণ।

পঞ্চ দিন আগ্রাতেই করিলাম বাস।
মথুরা যাইতে মন হইল উদাস॥
পর দিন বৈকালেতে মথুরায় যাই।
দেব দেবী হাঠ ঘাট দেখিবারে পাই॥
উত্তম সহর বটে মধুপুরী গ্রাম।
গাছে গাছে বসে আছে কত শালগ্রাম॥
কমিসারি কর্ম্মচারী নাম * নাথ।
দয়া করেছেন তাঁরে অখিলের নাথ॥
তাঁহার বাসায় থাকি করেন আদর।
যত্ন করিলেন কত যেন সহোদর॥
সপ্ত দিন থাকি পরে বৃন্দাবন যাই।
দেখি ব্রজবাসী যত দয়া মাত্র নাই॥
কিন্তু বটে বৃন্দাবন অতি রম্য স্থান।
নয়ন যুড়ায় দেখে সেটের বাগান॥
সেট, সাহা, লালা বাবু, গোয়ালিয়া ভূপ।
দেবালয় করেছেন অতি অপরূপ॥
নিধুবন কুঞ্জবন হেরে মন হরে।
নদীতে কচ্ছপ, গাছ সজ্জিত বানরে॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন।
বিরাজিত রাধাকৃষ্ণ মদনমোহন॥
গোকুল দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল।
মহাবনে গেলে পরে নাহি থাকে কুল॥
মহা বনবাসী ধরে টানাটানি করে।
অর্থ নাহি পেলে তারা জোরে গিয়া ধরে॥
এমন তীর্থেতে বল শ্রদ্ধা কার হয়?
সেই খানে ডাকি প্রভু কোথা দয়াময়॥

নন্দ যশোদার কীর্ত্তি দেখিলাম কত।
পাছু করে চলিলাম হইয়া বিরত ॥
ক্রমে ক্রমে আসিলাম যথা কানপুর।
দেখিলাম খাদ্য দ্রব্য তথায় প্রচুর ॥
উত্তম সহর বটে থাকিবার স্থান।
ফেরিওলা ফিরিতেছে করে 'পান পান' ॥
ইটুয়া টুণ্ডলা আর যত গুলি গ্রাম।
এক্ষণেতে মনে নাই প্রত্যেকের নাম ॥
কত শত গাছ পালা আছে সারি সারি।
কেবল মনুষ্য ভাষা বুঝিতে না পারি ॥
থাকিতে বাসনা হয় পশ্চিম প্রদেশে।
হাট ঘাট মাঠ গুলি যেন আছে হেসে ॥
চণ্ডাল গড়েতে পরে সকলেতে যাই।
দেখিয়া গড়ের শোভা নয়ন জুড়াই ॥
আহা মরি গঙ্গাজল কিবা পরিষ্কার।
কেল্লা যেন পরিয়াছে রত্নময় হার ॥
নাচ গান দেখিলাম যত গুলি গ্রাম।
পরিশ্রমে মানুষের নাহিক বিরাম ॥
পরিশেষে সঙ্গী সবে গয়া তীর্থে যায়।
পিণ্ড দিবে মনে করে গদাধর পায় ॥
সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম তুষ্ট নহে মন।
সদা হৃদে ভাবিতেছি পতিত পাবন ॥
গেয়ালিরে পূজা কর বলে সঙ্গিগণ।
কহিলাম নাহি পূজি মনুষ্য চরণ ॥
দিবানিশি ভাবিতেছি সত্য সনাতন।
আশীর্ব্বাদ কর পাই সেই নিরঞ্জন ॥
এ কথা শুনিয়া সবে কাণে দিল হাত।
বলে তুমি হও গিয়া ত্বরায় নিপাত ॥

*   *   *   *   *

দেশে দেখি প্রতিবাদী প্রতিবাসিগণ।
চল আছে মাথে বলে কথা নাহি কন ॥
নিরুপায় হয়ে ডাকি কোথা দয়াময়।
সকলে ত্যজিল ত্যজনাকো এ সময় ॥

শ্রী লক্ষ্মীমণি *

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৪ সংখ্যা। } শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। ৬ষ্ঠ ভাগ।

গৃহস্থাশ্রম।

(৮৩ সংখ্যা-৭৯ পৃষ্ঠার পর)

গৃহস্থাশ্রম যদি ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত তাহা হইলে ইহাকে পবিত্র ভাবে দেখা উচিত। লোকে এমনি ভ্রান্ত ও অজ্ঞান, যে তাহাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বাতুলের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। তাহারা পিতা মাতা ভ্রাতা, স্বামী স্ত্রী পুত্র লইয়া আপনা হইতে একটী সংসারের অধিকারী হইয়াছে মনে করে; কিন্তু যিনি এ সকল দিলেন বারেক তাঁহাকে ভাবে না। আবার যখন প্রিয় আত্মীয়গণের বিনাশ উপস্থিত হয়, একেকালে সর্ব্বনাশ ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়ে। যিনি ইহাদিগকে দিলেন, তিনিই যে ইহাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন তাহা বুঝিতে চায় না। অতএব প্রত্যেক গৃহীর পক্ষে সংসার সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত একটী বিশেষ ও প্রগাঢ় যোগ বন্ধন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে প্রত্যেক সম্বন্ধ পরম পবিত্র হয়। পিতা আর মনে করেন না, তিনি চিরদিনের জন্য পরিবারের কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছেন, চুরি হউক, মিথ্যা হউক, প্রতারণা হউক যে প্রকারে পারেন অর্থোপার্জ্জন করিয়া পোষ্যগণের সুখ বর্দ্ধন করিবেন। কিন্তু তিনি কিছু দিনের জন্য ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া

তাঁহার আদেশ মতে সুখে দুঃখে সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন এই মাত্র জানিয়া কার্য্য করেন। মাতা আর সন্তানের প্রতি মোহ পরবশ হইয়া তাহার ভাবনাতেই ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেন না; কিন্তু আপনাকে নিতান্ত অক্ষম অথচ সেই পরমাত্মার স্নেহের আধার জানিয়া তাঁহার প্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারা তাঁহার কার্য্য সাধন করেন এবং তাঁহার পবিত্র ভাবে হৃদয় বিগলিত করিয়া পুত্রকে পালন করিতে থাকেন। পুত্রও কি আপনাকে মর্ত্ত্য জীবের সন্তান জানিয়া কেবল পিতা মাতার স্নেহ পাশে বদ্ধ হইয়া সন্তুষ্ট হন? তিনি আপনাকে অমৃত পুরুষের পুত্র বলিয়া জানেন এবং পিতা মাতার মধ্যে সেই ঈশ্বরের অতুলন প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়া যত তাঁহাদিগের চরণে প্রণত হন, ঈশ্বরের চরণে তদপেক্ষা অধিক ভক্তি প্রদর্শন করেন। সংসারী লোকে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যেরূপ জঘন্য পশুবৃত্তে দর্শন করে তথন সে ভাব কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ দম্পতী পরস্পরকে বিশুদ্ধ প্রেম সাধনের সহকারী জানিয়া পরস্পরের প্রেমে বিলীন এক হৃদয় হইয়া প্রেমময়ের দিকে অগ্রসর হন।

পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত এইরূপ গ্রথিত হইলে প্রত্যেকে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে পারেন এবং পরস্পরে পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মপথে সহায়তা করিতে পারেন। তখন পরিবারের মধ্যে আছি কেন না সুখ লাভের জন্য, ধন মান পাইবার জন্য, তামসিক আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইবার জন্য এরূপ কথা মনে করিতেও লজ্জা বোধ হইবে। অতি প্রাচীন কালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন,

"যদি সমুদায় পৃথিবী ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া তোমার হয়, তাহাতে সন্তুষ্ট হও কি না?" মুনি পত্নী তাহাতে উত্তর দিলেনঃ—

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং?"

যাহাতে আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? প্রত্যেক ব্যক্তিরই এইরূপ হৃদয় লইয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকা উচিত। তাহাতে ইতর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের অনেক ব্যাঘাত হইতে পারে এবং অনেক সময়

দুঃখ কষ্টও সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অক্ষয় শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া জীবন চিরকালের জন্য কৃতার্থ হইতে থাকে।

গৃহস্থাশ্রমে পরিবার বদ্ধ হইয়া বাস করিলে সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় কেবল ইহা নহে। আমরা বারংবার বলিতেছি, গৃহ ধর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত নিতান্ত উপযোগী। কত কত দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি পরিবার-বদ্ধ হইয়া সাধু হইয়াছে, কত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক কোমল স্বভাব ধারণ করিয়াছে। সত্য, দয়া, স্নেহ, ন্যায়পরতা ও ক্ষমার সহস্র সহস্র উপদেশ প্রতি গৃহ হইতে প্রতিক্ষণে উত্থিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই পরিবারের ব্যবস্থা না থাকিলে লোক সমাজ পরস্পরের অত্যাচারে ও ঘোরতর বিশৃঙ্খলায় ক্ষণকালের মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। ঈশ্বরকে পিতৃভাবে সেবা করা এবং মনুষ্যগণকে ভ্রাতৃভাবে প্রীতি করা ধর্ম্মের যে দুইটী প্রধান নিয়ম, গৃহ হইতে তাহার প্রথম শিক্ষা হয়। এই শিক্ষা আরও উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়া একদিকে জন সমাজের কল্যাণ সাধন করে, অন্য দিকে প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়।

গৃহস্থাশ্রমের মুল উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সাধন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কতকগুলি সাংসারিক ব্যবস্থা অবলম্বন ও কর্ত্তব্য সাধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পরিবারের মধ্যে যদি সুশৃঙ্খলা না থাকে, কি প্রকারে তাহাদিগের শরীর রক্ষা, আহারোপায়, শিক্ষা বিধান হইবে? এ সকল না হইলে জীবিত থাকাই কঠিন সুতরাং ধর্ম্মসাধন কি প্রকারে হইতে পারে? আর সুনিয়মের অভাবে ভাবনা চিন্তা, পীড়া, বৃথা সময় ব্যয় ইত্যাদিতে প্রত্যেকের জীবনকে উত্ত্যক্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু এই কথাটী যেন মনে থাকে যে সাংসারিক সকল কার্য্য কেবল উপলক্ষ মাত্র, কোন কর্ম্মেতেই মুল লক্ষ্য ধর্ম্মকে যেন বিস্মৃত হইতে না হয়।

গৃহস্থাশ্রমস্থ প্রত্যেকের কর্ত্তব্য আমরা এক এক করিয়া আলোচনা করিব। গৃহিণী গৃহস্থাশ্রমের প্রধান বন্ধন। অতএব প্রথমে তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

সলোমন নামক এক জন ইহুদী দেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—কার্য্যদক্ষতা এবং সম্মান গৃহিণীর অলঙ্কার ; তিনি ভবিষ্যৎ সময় ভাবিয়া আনন্দিত হয়েন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য জ্ঞান পূর্ণ এবং তাঁহার রসনা দয়ার আধার। তিনি গৃহে সমুদায় কার্য্য উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করেন এবং আলস্যের অন্ন গ্রহণ করেন না। তাঁহার সন্তানগণ আনন্দিত হইয়া তাঁহার গুণগান করে এবং তাঁহার স্বামীও আনন্দে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।"

১—গৃহের সমুদায় কার্য্যের অধ্যক্ষতা করা গৃহিণীর প্রথম কর্ত্তব্য। রাজা যেমন রাজ্যের এবং সেনাপতি সৈন্য দলের সকল ব্যবস্থা করেন, গৃহিণী সেইরূপ গৃহের সকল বিষয় অবগত থাকিয়া তাহার সুনিয়ম করিবেন। সমস্ত পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দ এবং কল্যাণ তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছে জানিবেন। তিনি অলস বা অমনোযোগী হইলে পরিবারের সকল দিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং দাস দাসী হাজার থাকিলেও তাহা নিবারণ হইবে না। গৃহিণীর দোষে যেমন গৃহ কার্য্যের গোলযোগ ঘটে, সেই রূপ পরিবারের সকলেই তাহার কুদৃষ্টান্তে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। গৃহিণী সদ্গুণ বিশিষ্ট হইলে পরিবারের সকলে তাহার সৎদৃষ্টান্তে সাধু হইতে পারে। আমাদিগের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গৃহিণীর গুণ যত দেখা যায়, এত আর কোন দেশে নয়। কিন্তু আজি কালিকার অনেক রমণী যেরূপ সুখবিলাসী হইয়া গৃহ কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইতেছেন তাহাতে বড় সুলক্ষণ বোধ হয় না। ইংরাজদের স্ত্রীলোকদের যে এত সৌখীনতা তথাপি তাহাদের গৃহিণীর কার্য্য শিখিতে হয়। এক জন সুবিজ্ঞ সাহেব লিখিয়াছেন ;—বিনীত কুমারী, বিবেচক স্ত্রী এবং যত্নশীল গৃহিণী দ্বারা পরিবারের যে উপকার হয়, খোসপোসাকী ভোগবিলাসী আড়ম্বর প্রিয় অলস স্ত্রীগণ দ্বারা তাহার প্রত্যাশা করা যায় না। যে রমণী স্বামীকে পাপ পথ হইতে নিবারিত এবং সন্তানগণকে ধর্ম্মপথে সুশিক্ষিত করিয়া [illegible]ী করিতে পারেন, ইতিহাস ও উপন্যাস বর্ণিত বীরাঙ্গনাগণ অপেক্ষা [illegible]হাত্ম্য অধিক। ইহারা লৌহবাণ বা নয়নবাণ দ্বারা কত শত

দুর্ভাগ্য ব্যক্তির প্রাণধন করে, তিনি গৃহলক্ষ্মী হইয়া কত আত্মাকে চির-কল্যাণ পথে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

২—গৃহিণী অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেন। ইহাতে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে এবং সকল কার্য্য গুছাইবার সময় পাওয়া যাইবে। গৃহিণী যদি এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান, পরিবারের অন্যান্য লোক দুই প্রহরে উঠিবে এবং প্রাতঃকালের কার্য্য সন্ধ্যাকালে সম্পন্ন হইবে। এরূপ গৃহে আলস্য, রোগ এবং দুঃখ চিরকাল বাস করে। কিন্তু যে গৃহে গৃহিণী রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে উঠেন, সে গৃহের সকল কার্য্য সুসময়ে সম্পন্ন হয় এবং সকল পরিবার সুন্দররূপে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিবার সময় অনেক পান।

৩—গৃহ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যূষে উঠিয়া যাঁহার দাস দাসী আছে তিনি তাহাদিগের দ্বারা গৃহ পরিষ্কার সম্পন্ন করিবেন, যাঁহার নাই নিজে করিবেন। স্নানাদি ও পরিচ্ছন্ন বসন পরিধান করিয়া যেমন আপনার শরীরকে প্রফুল্লিত করিবেন, তেমনি পরিবারের অপর সকলের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহিণী স্বেচ্ছ রূপে থাকিতে ভাল বাসিলে সে গৃহ লক্ষ্মীছাড়া হয়। এবিষয়ে অল্প অমনোযোগে অনেক অনিষ্ট হয়, নিশ্চয় জানা আবশ্যক।

৪—মিতব্যয়িতা গৃহিণীর একটী প্রধান ধর্ম্ম। আমরা ব্যয় বিষয়ে যে নিয়ম কয়েকটী নির্দ্দেশ করিয়াছি, গৃহিণীর তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহা না হইলে পদে পদে দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা। মহাপণ্ডিত জনসন্ বলেন "মিতব্যয়িতা বিজ্ঞতার কন্যা, মিতাচারিতার ভগিনী এবং স্বাধীনতার প্রসূতি। যিনি অপরিমিত ব্যয়শীলা, তিনি শীঘ্র দুঃখে পড়েন, দুঃখ হইতে স্বাধীনতা নষ্ট হয়, স্বাধীনতা নষ্ট হইলে পাপ আপনা হইতে অধিকার করে।" আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ব্যয় আয় ছাপাইয়া গেলে ঋণগ্রস্ত এবং অশেষ দুঃখভাগী হইতে হয়।

চন্দ্র ও সূর্য্যের বিবরণ।

(৮৭ সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠার পর)

চন্দ্রের দৈনিক গতি দেখিয়া অনুমান হয়, চন্দ্রলোকে দিবা রাত্রি প্রত্যেকে এক পক্ষ ধরিয়া অবস্থান করে। আমাদিগের পৃথিবী যেরূপ এক প্রকার গোলাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, চন্দ্রও তদ্রূপ পথে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। ইহার গতি পৃথিবী ও সূর্য্যের আকর্ষণেই প্রধানতঃ নিয়মিত হইতেছে। অন্যান্য গ্রহগণ সমগ্র নক্ষত্র মণ্ডল, ধূমকেতু প্রভৃতি নানা প্রকার জ্যোতিষ্কগণ সেই গতির সামঞ্জস্য সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিয়া বিশ্বপতির সৃষ্টি কৌশলের কি আশ্চর্য্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে!

গ্রহগণের ন্যায় চন্দ্রও জ্যোতিহীন। চন্দ্র যদি নিজে জ্যোতির্ম্ময় হইত তাহা হইলে প্রতি রজনীতেই পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে পাইতাম। যেহেতু গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে যে দিক হইতে যখন দেখিবে, সর্ব্বক্ষণ ও সর্ব্বদিক হইতেই তাহার গোলার্দ্ধ অবশ্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। আরও দেখা যায়, চন্দ্রের যে দিক সূর্য্যের দিকে থাকে সে দিকই আলোকময়। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, সূর্য্য হইতেই চন্দ্রলোক আলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সূর্য্য কখন গোলাকার বস্তুর সমুদায় দেশ একেবারে আলোকিত করিতে পারে না। তাহার এক গোলার্দ্ধ জ্যোতির্ম্ময় হইবে, অপর গোলার্দ্ধ একেবারে অন্ধকারময় থাকিবে। পৃথিবীতে এইরূপ ঘটে, চন্দ্রেতেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। সূর্য্যের ঠিক সম্মুখে যখন চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় তখন আমরা পূর্ণ চন্দ্র দর্শন করি। পূর্ণিমায় আমরা দেখিতে পাই, যে পশ্চিমে সূর্য্য অস্তগত হইতেছে, তাহার ঠিক বিপরীত পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইতেছে। পূর্ণিমার পর যদ্যপি পৃথিবী ও চন্দ্র সেই একস্থানে থাকিত, তাহা হইলে সকল সময়েই পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইতাম, কিন্তু প্রত্যহই চন্দ্র ও পৃথিবী প্রত্যেকেরই স্থান পরিবর্ত্ত হইতেছে। এই স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য ক্রমে

ক্রমে চন্দ্রের আলোকিত গোলার্দ্ধের অংশ মাত্র ভূলোকের দৃষ্টিগোচর হয়।

দৈনিক গতি অনুসারে চন্দ্র যেমন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই আলোকিত অংশ, কমিতে বা বাড়িতে দেখা যায়। পার্থিব মাসিক গতি অনুসারে চন্দ্র পূর্ণিমার পর, প্রতিপদে স্থানান্তরিত হয় এজন্য সে রাত্রে আর আমরা ঠিক সন্ধ্যার সময় চন্দ্র দেখি না। ক্রমশঃ তাহার উদয় কালের বিলম্ব পড়িয়া যায়। শুক্ল পক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথি হইতে চন্দ্রের নিম্ন দেশে আমরা যে জ্যোতির্ম্ময় গোল রেখা দেখি, সেই রেখা বাস্তবিক চন্দ্রেতে নাই। তাহা আমাদিগের দৃষ্টি পথের সীমা মাত্র। অর্থাৎ সেই রেখার অতীত আর চান্দ্র দেশকে আমরা দেখিতে পাই না। চন্দ্র গোল বলিয়া এই রেখাটী গোল দেখায়। এই রেখাস্থিত চান্দ্রদেশ সমুদায় অপেক্ষাকৃত অধিক তেজোময় বলিয়া এই রেখাটী অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দেখায়। এই রেখার উর্দ্ধে আমরা দেখিতে পাই চন্দ্রের তেজ ক্রমে হ্রস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ এই, ঐ ভাগটী আলোকিত গোলার্দ্ধের অংশ মাত্র; সুতরাং তাহার সীমাদেশে বক্রভাবে সূর্য্যের কিরণ পাত হওয়াতে তাহা তদ্রূপ তেজোময় হয় না। এই সূর্য্য রশ্মির শেষ সীমায় চান্দ্রদেশের রাত্রি-আরম্ভ হওয়াতে সেই অন্ধকারময় দেশ সমুদায় আর আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু সকল রজনীতেই দেখা যায় ঐ আলোকিত গোল রেখাটী সূর্য্যের দিকে রহিয়াছে। এই রেখাটী প্রতি রাত্রিতেই শশিকলার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত স্থান পরিবর্ত্ত করিতেছে। এইরূপ স্থান পরিবর্ত্ত করিয়া ক্রমশঃ অমাবশ্যা ও পূর্ণিমাতে ঐ রেখাটী একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। অমাবশ্যায় আর দৃষ্ট হয় না, পূর্ণিমাতে সূর্য্যরশ্মির শেষ সীমার সহিত মিলিত হইয়া যায়। পূর্ণিমার পর আমরা দেখিতে পাই, প্রতি রজনীতে ক্রমশঃ বিলম্বে চন্দ্রোদয় হইতেছে। চন্দ্র, ক্রমশঃ সূর্য্যের পশ্চিমাভিমুখে যাওয়াতে, পৃথিবী দৈনিক গতি অনুসারে সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ না ঘুরিলে আর চন্দ্রোদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশেষে ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী রাত্রিতে চন্দ্রকে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের অত্যন্ত সন্নিকট পূর্ব্বাকাশে উদয় হইতে

দেখি। অমাতিথিতে আর তাহাকে একেবারে দেখিতে পাই না। তাহার কারণ এই এক্ষণে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র আসিয়াছে, সুতরাং তাহার আলোকিত সমুদায় গোলার্দ্ধটী রজনীতে ঠিক আমাদিগের বিপরীত দিকে পতিত হয় এবং তাহার সমুদায় অন্ধকারময় গোলার্দ্ধটী পৃথিবীর দিকে থাকে। ইহাতেই চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার যখন নির্দ্দিষ্ট গতি অনুসারে পৃথিবী সম্বন্ধে চন্দ্রের স্থান পরিবর্ত্ত হয় চন্দ্রকে পুনরায় পশ্চিম দিকে অস্তগত ও সূর্য্যের বামপার্শ্বে পূর্ব্ব ভাগে উদয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম হইতে চন্দ্র তখন সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে আইসে। ক্রমশঃ চন্দ্র প্রত্যহ উদয় কালে আরও অধিক পূর্ব্বাভিমুখে আসিতে থাকে। অবশেষে পূর্ণিমাতে একেবারে তাহাকে সূর্য্যের ঠিক বিপরীতে উদয় হইতে দেখি। পূর্ণিমার পর আবার চন্দ্র সূর্য্যের পশ্চিমাভিমুখে যাইতে থাকে। সূর্য্যের অস্ত গমন ও উদয়ের কারণ যেমন পৃথিবীর দৈনিক গতি, চন্দ্রেরও অস্তগমন ও উদয়ের প্রধান কারণ তাহাই। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঘুরিয়া পশ্চিম হইতে যেমন পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছে, চন্দ্রকেও তেমনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে অস্তগত হইতে দেখিতেছি। বাস্তবিক চন্দ্র কিছু নিজ গতিতে প্রতিদিন পশ্চিম দিকে যায় না। চন্দ্রের এক এক অংশকে এক একটী কলা বলে।

এক্ষণে প্রতীত হইতেছে অমাবশ্যাতে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র অবস্থান করে এবং পূর্ণিমাতে সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী থাকে। কিন্তু এ প্রকার হইলে গ্রহণ হয় না কেন? তাহার কারণ এই, মধ্যস্থিত গ্রহ বা উপগ্রহটী সূর্য্য এবং অন্য বস্তুটীর সহিত সমসূত্রপাতে অর্থাৎ এক সরল রেখায় অবস্থান করে না—হয় একটু উপরে বা নিম্নে থাকে। ১৩ সংখ্যক বামাবোধিনীতে চন্দ্র গ্রহণের যে ছবি দেওয়া গিয়াছে, সেই ছবির চন্দ্রকে অনুমান করিয়া কাগজের একটু উপরে তুলিয়া ধর, তাহা হইলেই দৃষ্ট হইবে প্রতি পূর্ণিমাতে কেন চন্দ্রগ্রহণ হয় না। আবার ১৪ সংখ্যার ছবির চন্দ্রকেও অনুমানে একটু তুলিয়া ধর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে প্রতি অমাবশ্যাতে কেন সূর্য্যগ্রহণ সম্ভবে না। যে বারে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রপাত হয় কেবল সেই বারেই গ্রহণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অন্যথা, গ্রহণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অমাবশ্যা ভিন্ন সূর্য্য গ্রহণ হয় না কেন, এবং পূর্ণিমা ভিন্ন চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায় না কেন? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে অন্য তিথিতে চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রপাত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মাসিক গতি অনুসারে চন্দ্র অন্য সময় অন্য স্থানে থাকে।

শশী যেমন আমাদিগের চন্দ্র, আমাদিগের পৃথিবীও তেমনি চন্দ্রলোকের পক্ষে চন্দ্র। চন্দ্র যেমন সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে প্রতিফলিত করে, আমাদিগের পৃথিবীও তেমনি দিবালোক চন্দ্রলোকে প্রতি প্রদান করিয়া থাকে। চন্দ্রের যে ভাগটী পৃথিবী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল সেই ভাগটীই আবার পৃথিবীকে দেখিতে পায়। চন্দ্রের যে ভাগটী আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না. এই পৃথ্বীলোকও কখন সে ভাগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। সে ভাগের চন্দ্রবাসিগণ সূর্য্যালোক বঞ্চিত। পৃথিবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তাহাদিগকে পৃথিবীর সম্মুখস্থ ভাগে আগমন করিতে হয়। পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা বৃহৎ, এজন্য চন্দ্রলোকের চন্দ্রও দেখিতে অনেক বৃহৎ।

আমাদিগের ভূলোক যেমন চতুর্দ্দিকে একটী বায়ু সাগরে পরিবৃত রহিয়াছে, চন্দ্রলোকও তদ্রূপ কি না জ্যোতির্ব্বিদগণ এই প্রশ্ন লইয়া নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছেন। পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা অনেকে স্থির করিয়াছেন চন্দ্রলোক বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত নহে। অথবা তাহার চতুর্দ্দিকে যদ্যপি বায়ু থাকে, সে বায়ু পৃথিবীর বায়ু অপেক্ষা সহস্র গুণ লঘু। কিন্তু সকলেই প্রায় একমতে বলিয়া থাকেন চন্দ্রলোকে, পৃথিবীর ন্যায়, বৃহৎ বৃহৎ পাহাড় পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে।

চন্দ্রেতে আমরা যে নানা প্রকার কলঙ্কচিহ্ন দেখিতে পাই তাহার কারণ কি? সূর্য্য কিরণে যখন চন্দ্রলোক আলোকিত হয় স্থির হইল, তখন যে সমস্ত চান্দ্রদেশে রবিরশ্মি প্রবেশ করিতে না পারে, সেই সকল সুগভীর পর্ব্বত গুহা, ও উপত্যকা ভূমি যে চিরদিন তমসাচ্ছন্ন থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ ডাক্তার হর্শেল

তাঁহার সংস্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে একদা কোন কোন কলঙ্ক দেশ মধ্যে তিনটী আগ্নেয়গিরি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্য্যের সহিত সমসূত্রপাত না হওয়াতে, অর্থাৎ তাহার মেরুদ্বয় ঠিক সূর্য্যের বিপরীত না থাকাতে, এথানে নানা প্রকার ঋতুভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্রের মেরুদণ্ড প্রায় সমসূত্রপাত হওয়াতে, অনুমান হয় তথায় তদ্রূপ নানাবিধ ঋতুর সঞ্চার নাই। যেহেতু ঋতুভেদের কারণ সর্ব্বস্থানেই সমান থাকিবে।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের এই সমস্ত সুমহৎ আবিষ্কার পাঠে কাহার না চিত্ত পুলকিত ও কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়? তাহাদিগের পরিশ্রম ফলের সুখ কেবল তাহারাই সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন এমত নহে, আমরাও এক্ষণে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি। আমরা শিক্ষা করিয়াছি, চন্দ্র সূর্য্য কোন উপাস্য দেবতা নহে; আমাদিগের পৃথিবীর ন্যায় তাহারাও এক একটী প্রকাণ্ড জগৎ। তবে প্রত্যেকে পৃথিবীর কত সহস্র ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছে। তাহারা কি কেবল ভূলোকের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? পৃথিবীও কি তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হয় নাই? ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলে কেমন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় পদার্থ পরস্পরের সহায়তা করিয়া বিশ্বপতির প্রেমোদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। আমরা চন্দ্র সূর্য্য হইতে কত না উপকার লাভ করিতেছি। তাহাদিগের আকর্ষণে পৃথিবী শূন্য দেশে অবস্থিত ও নিয়মিত রহিয়াছে। বলিতে গেলে, সূর্য্যই পৃথিবীর এক প্রকার জীবনীশক্তি। তাহার কিরণ ও তাপ বর্দ্ধনে ভূমণ্ডলের অসংখ্য কার্য্যে সুনিয়মে সম্পন্ন হইতেছে। দিবারাত্রি, শস্যোৎপাদন, বায়ু সঞ্চালন, মেঘোৎপাদন, নানা প্রকার সামুদ্রিক স্রোত, এবং তাপ প্রভৃতি কত অসংখ্য উপকার সূর্য্য হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। এদিকে চন্দ্রের আকর্ষণে আমাদিগের সমুদ্র বারি স্ফীত হইয়া জোয়ার ভাঁটা হইতেছে। তাহার সান্নিধ্য নিবন্ধন, অসংখ্য তারকামণ্ডল সত্ত্বেও, কেবল তাহারই আলোকে রাত্রিকালে কত সুখ-সম্ভোগ ও কার্য্য সাধন করিতেছি এবং তাহারাই গতি ও মূর্ত্তিভেদ দেখিয়া আমরা কাল গণনার কত সুবিধা করিয়া লইতেছি। জগদীশ! প্রতি

সূর্য্য ও চন্দ্র রশ্মিতে তোমাকে শতবার নমস্কার করি। প্রতি দিবারাত্রে তোমার আলোকে উপকার লাভ ও সুখ-সম্ভোগ করিয়া যেন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হই। চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত ব্যাপার মনে করিয়া তোমার অনন্ত শক্তি, ও মঙ্গলোদ্দেশ্য উপলব্ধি করি। অনন্ত আকাশ তোমার রাজ্য! বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তোমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র!!

বিধবা বামার শোকোক্তি।

নিশার স্বপন হোতে উঠিল সুন্দরী,
উষার আশায় চায় উদয় অচলে;
পূর্ব্ব বাতায়নে বসি পোহায় সর্ব্বরী,
যথায় নাচিছে চন্দ্র জাহ্নবীর জলে।

জাগিছে হৃদয়ে তার নিশার স্বপন,
সুখের হিল্লোলে কত ভাব উপজয়;
এখনো কল্পনা দেবী খেলেরে মোহন,
মন মুকুরেতে ধরি চিত্র মধুময়।

কিন্তু হায়! বলে বামা ত্যজিয়া নিশ্বাস,
কেন স্বপ্ন দিলে বৃথা এ যাতনা মোরে;
দুখিনীর নিদ্রাতেও নাহি সুখ আশ,
সকলি অদৃষ্ট মোর, বৃথা দুষি তোরে।

…তে কি পোড়া প্রাণ ভুলিবার নয়,
থেকে থেকে তার কথা উঠে মনে মনে;
…র্কের সে সুখ যত উথলে হৃদয়,
যখনি এরূপ আমি বসিব নির্জ্জনে।

উঠেছে সে শুক তারা নিশার কপালে,
এখনি হইবে ভোর রজনী আঁধার ;
পোহাবেনা এ রজনী দুখিনীর ভালে,
ঝাপিয়াছে এ জীবন চির অন্ধকার।

হায় রে সবার কাছে আমি অভাগিনী !
শোক ভার বহি হৃদে অতি সুগোপন ;
তবুও দেখিলে মোরে সবাই দুখিনী,
শুকায় সবার মুখ হেরি এ বদন।

নাহিক কিছুর সাধ এছার জীবনে,
নাহি কোন মনোবাঞ্ছা পুরিতে আমার ;
গিয়াছে সকল সুখ, প্রাণ পতি সনে,
নাহি হেন জন যারে বলি আপনার।

এত গঞ্জি মনে মনে পোড়া দুনয়নে,
কেন সে পরের সুখ দেখিবারে চায় ;
কতই বুঝাই আমি গঞ্জিয়া শ্রবণে,
কি হবে থাকিয়া তার পরের কথায়।

পোড়া মন কিছুতেই না মানে সান্ত্বনা,
কি ছলনে যায় ভুলি কথায় কথায় ;
বাড়ায় পরের সুখে নিজের যাতনা,
ঘন ঘন দুখ শ্বাসে শরীর শুকায়।

জনক জননী চায় সান্ত্বিবারে মন,
কাজের লীলায় আর ধরম করমে ;

সে সকল মনে ভাল লাগে কি এখন,
মরমে লেগেছে ব্যথা মরি সে মরমে।

মনে করি থাকি ভুলে কর্ম্ম কাজ নিয়া,
কিন্তু কেহ এক কথা কহিলে আমায়;
অমনি শোকের সিন্ধু উঠে উথলিয়া,
দর দর দুনয়নে অশ্রু ভেসে যায়।

ভাজের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি,
শাশুড়ীর জ্বালায় ছেড়েছি তাঁর ঘর;
ভাই ভাবে গলগ্রহ অলক্ষণা নারী,
শুভকর্ম্মে অনামুখী; যাই দেশান্তর।

সারাদিন চখে চখে থাকি বন্দী প্রায়,
তবু মনে সদা ভয় কলঙ্কের কালী;
কাজে যদি কিছু ত্রুটি দেখে বাপ মায়
ঝঙ্কারেতে পাড়ে গালি আ পোড়া কপালী!

কারে কই সহি যত মরম বেদনা,
কে হইবে দুখিনীর ব্যথার ব্যথিনী?
না জানে বিধবা বিনা বিধবা যাতনা,
গোপনে গুমুরে হায়! মরি একাকিনী।

এ চির দাহন চেয়ে ছিল ভাল সুখ,
ভাল সহমরণের তপ্ত হুতাশন;
একেবারে হত শেষ এ জীবন দুখ,
এ দাহনে চির দগ্ধ নাহত জীবন।

কি পাপে যে দোষী আমি পূর্ব্বের জনমে,
বিধাতা কোরেছে তাই জনম দুখিনী ;
আপনি পড়েছি হায় আপন করমে
বৃথা গঞ্জি বিধাতারে আমি অভাগিনী।

আসিছে সুগন্ধ সুধা সমীরের ভরে,
ফুটিছে কুসুম মালা উদ্যান শোভনী ;
হাসিছে ধরণী চারু বেশভূষা পরে,
আনন্দে সকল জীব করে জয়ধ্বনি।

কে আছে দুখিনী হায় বিধবা মতন,
আশা যার নাহি ফুটে হৃদয় কাননে ;
যার চির সুখ আশা কেবল মরণ
নাহি সাধ বাঁচিবার বৃথা এ জীবনে।

চিরদিন এক ভাবে যাবে এ জীবন !
হায়রে সকল সুখ গিয়াছে চলিয়া,
এতবলি সুবদনী ঝাঁপিল বদন,
ঝাঁপিল বদন বিধু বিশ্ব আঁধারিয়া।

উদিল প্রভাত রবি সুবর্ণ বরন,
বাজিল বিনোদ বাদ্য নিকুঞ্জ কাননে ;
অঞ্চলে মুছিয়া অশ্রু ত্যজি বাতায়ন
উঠে সতী জগদীশ স্মরি মনে মনে।

নারী-চরিত।

পালমীরার রাজ্ঞী জেনোবিয়া।

আসিয়া খণ্ডে স্ত্রীলোকেরা প্রায় দাসীর অবস্থায় থাকে, তাহাদিগের মধ্যে রাজ্যশাসন করিয়াছেন, এমত নারীর দৃষ্টান্ত বিরল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় সেমিরামিস (১) অতি প্রাচীনকালে বাবিলনে রাজত্ব করেন। তৎপরে রাজ্ঞী জেনোবিয়া প্রসিদ্ধ হন। মিসরের মাসিডোনীয় রাজা (২) দিগের বংশে তাহাঁর জন্ম হয়। তিনি রূপে তাঁহার বংশীয় ক্লিয়পেট্রার (৩) তুল্য, কিন্তু সতীত্ব ও বিক্রমে তদপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। জেনোবিয়া অতি প্রিয় দর্শন এবং সাহসী রমণী ছিলেন। নারীদিগের রূপের বিচার আগে, অতএব বলিতে হইল তাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার দন্ত পাঁতি মুক্তাকলাপের ন্যায় ছিল; তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয়ে অসাধারণ তেজ প্রজ্বলিত হইত, অথচ তাহাতে অতি আশ্চর্য্য মাধুরী ছিল। াহার স্বর গম্ভীর ও সুমিষ্ট। তাঁহার প্রখর মেধা অধ্যয়ন দ্বারা আরও ার্জ্জিত হইয়াছিল। লাটিন ভাষা তিনি জানিতেন এবং গ্রীক, সিরিয় ও সর ভাষায় তদ্রূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি তাহার নিজের পাঠার্থ পূর্ব্বশীয় ইতিহাসের এক খানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করেন এবং লঞ্জিনস্

---

(১) সেমিরেমিস্ খৃষ্টের জন্মের ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার ানী নাইনসের মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়া অনেক দেশ জয় করেন। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের সহিতও তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া যান। কেহ কেহ ইহাকে পুরাণোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া অনুমান করেন।

(২) মাসিডোনিয়ার রাজা মহাবীর আলেকজণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাহার সেনাপতিগণ তাহার রাজ্যের এক এক অংশ ভাগ করিয়া লন। টলেমি মিসর অধিকার করেন এবং তাহার বংশ ৩০০ বৎসরের অধিক তথায় রাজত্ব করেন।

(৩) ইহাঁর ন্যায় রূপবতী অথচ অসতী রমণীর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। রামের প্রসিদ্ধ সেনাপতি জুলিয়স্ সিজর ও আন্টনী ইহার কপট প্রেমে মুগ্ধ ন। আন্টনী তাহারই জন্য অবশেষে ধর্ম্মপত্নী, ধনমান এবং প্রাণ পর্য্যন্ত র্জ্জন দিয়াছিলেন।

পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া মহাকবি হোমার ও দর্শনকার প্লেটোর গ্রন্থ সহকে সমালোচনা করিয়াছিলেন।

ওডিনেথস্ নামে এক ব্যক্তি সামান্য সৈনিক বৃত্তি হইতে আসিয়ার একটী বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর হন, জেনোবিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং ঐ বীরের সহকারিণী ও সহচারিণী হইলেন। যুদ্ধ হইতে অবকাশ পাইলে ওডিনেথস্ মৃগয়ায় অনুরক্ত হইতেন, তাহার পত্নী তদ্বিষয়ে সমান অনুরাগ প্রকাশ করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক শিকার করিতেন। তিনি কষ্টসহিষ্ণু হইতে চেষ্টা করিতেন, মুদিত শকট পরিত্যাগ করিয়া যোদ্ধার বেশে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেন এবং কখন কখন পদব্রজে অনেক ক্রোশ পথ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া যাইতেন। এই রমণীর বিজ্ঞতা ও সাহসে ওডিনেথস্ অনেক জয় লাভ করেন। তাহারা একত্রে সিরিয়ার মহারাজকে দুইবার বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়িত করেন এবং তাহাতে উভয়েরই যশ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা যে সৈন্য চালনা করিতেন ও যে দেশ জয় করিতেন, তাহার উপরে আর কোন রাজা কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন না। রোমের মহাসভা ও প্রজাবর্গ এই বিদেশীয়ের সাহসে চমকিত হইলেন এবং বালিরিয়ানের পুত্র তাহাকে সহযোগী বলিয়া গণনা করিলেন।

গথ নামে এক অসভ্য জাতি আসিয়া লুণ্ঠন করিতে আইসে, পালমিরারাজ তাহাদিগকে জয় করিয়া সিরিয়ার অন্তঃপাতী ইমিসা নগরে আনিলেন। তথায় শিকারে গিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মিওনিয়স্ তাঁহার পূর্ব্বে এক মৃগের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করে। এরূপ ব্যবহার অপমানসূচক বলিয়া দিলেও সে পুনর্ব্বার রাজার অপমান করিল। ওডিনেথস্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অশ্ব কাড়িয়া লইলেন এবং কিছুদিন তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। মিওনিয়স, আপনার দোষ শীঘ্র বিস্মৃত হইল, কিন্তু দণ্ডটী ভুলিল না। সে গুটিকত দুঃসাহসী সঙ্গী লইয়া এক বৃহৎ ভোজ স্থলে পিতৃব্যের হত্যাসাধন করিল এবং তাহার এক পুত্রকেও সেই সঙ্গে বধ করিল। কিন্তু মিওনিয়স্ রাজোপাধি গ্রহণ না করিতে করিতেই জেনোবিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া স্বামি হত্যার প্রতিশোধ লইলেন।

অতঃপর রাজ্ঞী কতক গুলি বিশ্বাসী বন্ধুর আনুকুল্যে শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং পুরুষের ন্যায় বিজ্ঞতা সহকারে পাল্‌মিরা, সিরিয়া ও তাহার পূর্ব্বদিকস্থ দেশ সকল পাঁচ বৎসর শাসন করিলেন। রোমের মহাসভা ওডিনেথসের সম্মানার্থ তাঁহাকে রাজ ক্ষমতা দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার লোকান্তর হইলে রাণীকে তাহা দিতে অস্বীকার করিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে এক সেনাপতি পাঠাইয়া দিল। রাজ্ঞী সসৈন্যে তাহাকে পরাভব করিয়া বলপূর্ব্বক রাজক্ষমতা ধারণ করিলেন। স্ত্রীলোকের রাজত্বে যে সকল বিবাদ, কলহ ও গোলযোগ হয়, জেনোবিয়ার শাসনে তাহা হয় নাই। যখন ক্ষমা আবশ্যক, তিনি রাগ সম্বরণ করিতেন; যখন দণ্ড দেওয়া বিধেয়, তিনি দয়ালুতা দমন করিতেন। তাঁহার মিতব্যয়িতা অনেকে কৃপণতা বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু তিনি সময় উপস্থিত হইলে আড়ম্বর ও বদান্যতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। আরব, আর্ম্মণী, পারস্য প্রভৃতি সন্নিহিত দেশ সকল তাঁহার শক্রতার ভয় ও বন্ধুতার প্রার্থনা করিত। তাঁহার স্বামীর রাজ্য ইউফ্রেটীস্ নদী হইতে বিথিনিয়া পর্যান্ত বিস্তারিত ছিল, তিনি তাহার সহিত আপনার পৈতৃক উর্ব্বর ও জনাকীর্ণ মিসর দেশ একত্র করিলেন। রোম সম্রাট ক্লডিয়স তাঁহার গুণের প্রশংসা করেন। জেনোবিয়া রোমসম্রাটদিগের মত প্রজারঞ্জন ছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বদেশীয় রাজাদিগের ন্যায় আড়ম্বর ধারণ করিতেন এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে দেববৎ পূজা না পাইলে সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল। তাহাদিগকে লাটিন ভাষা শিক্ষা দেন, এবং রাজ পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া সৈন্যদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। আপনি রাজমুকুট এবং পূর্ব্ব রাজ্যের অধীশ্বরী উপাধি ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

হিন্দু বিধবা।

দরিদ্র দেখিয়া যদি দয়া হয় মনে,
বিধবার সম আর নাহি ত্রিভুবনে।

আমাদিগের বিধবাগণের একটী নামই দুর্ভগা, সুতরাং তাহাদের

ভাগ্য যে কেবল দুর্ভাগ্য পূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা কিছু সুখ তাহা হইতে বঞ্চিত না হইলে তাহাদিগের পাপ এবং যাহা কিছু দুঃখ, তাহা অকাতরে বহন করাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্যজাতি মধ্যে হিন্দু বিধবাদিগের মত চিরদুর্ভাগ্য, উপেক্ষিত, প্রতারিত এবং অত্যাচরিত জীব আর কেহই নাই। যদি কেহ করুণ রসের কাব্য নাটক রচনা করিতে চান, বক্তৃতা দ্বারা নিষ্ঠুর হৃদয় বিগলিত করিবার ইচ্ছা করেন, অথবা মানবমণ্ডলীর শোচনীয় ঘটনাবলী একত্র সন্দর্শন করিতে উৎসুক হন বিধবাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যে দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে সকলের সুখের বিষয় ও আশার পথ শত শত রহিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগের পক্ষে যে কেন চারিদিক শূন্য ও অন্ধকারময় হইবে ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদিগের প্রতি এই দারুণ বিধি করিবার কারণ পুরুষগণ, ইহার জন্য তাহারা ঈশ্বরের নিকট যে কত অপরাধী তাহা কে বলিতে পারে?

হিন্দু-শাস্ত্রে বিধবাদিগের উপর তিনটী নিয়ম দেখা যায়—সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য ও পুনর্ব্বিবাহ। পতি মরিলে জীবন্ত তাঁহার সহিত দগ্ধ হওয়াকে সহমরণ বলে। ইহা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা যাঁহার কিঞ্চিৎ বোধ শক্তি আছে তিনিই বুঝিতে পারেন। ইহা পূর্ব্বে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, এক্ষণে রাজ নিয়মে রহিত হইয়াছে। সহমরণ প্রথা রহিত হওয়াতে স্ত্রীজাতির উপকার কি অপকার হইয়াছে ঠিক বলা সহজ নহে। কিন্তু এক দিকে দেখা যায়, পতির সহিত মরণে অল্পক্ষণের মধ্যে সকল দুঃখ শেষ হইয়া যাইত. কিন্তু চির জীবন দুঃখানলে দগ্ধ হইতে থাকা কতদূর অসহ্য ব্যাপার! বিধবাদিগের জীবন ধারণের উপায় করিয়া না দিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করাতে তাহাদিগের যাতনাই বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিধবাদিগের দ্বিতীয় নিয়ম ব্রহ্মচর্য্য। ইহা অতি উচ্চ ও পবিত্র নিয়ম বটে। স্বামীর মৃত্যুর সহিত আপনার সমুদায় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার উদ্দেশে ব্রতপরায়ণা হওয়া এবং পরলোকে তাঁহার সহিত দেবভাবে মিলিত হইবার জন্য ধর্ম্ম কার্য্যে জীবনকে উৎসর্গ করা যে কতদূর প্রণয়,

বিশ্বাস ও আত্মার মহত্ত্বের পরিচয় দেয় বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ ভাব পতির সহিত দৃঢ় প্রণয়জনিত আন্তরিক অনুরাগের ভাব। তাহা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না কেবল নহে, দেখিবার আশা করাও অসম্ভব। এই জন্য যাহারা পতি কি পদার্থ জানে না, পতির সহিত হৃদয়ের প্রণয় কখন অনুভব করে নাই এবং যাহারা দুর্ব্বল চিত্ত—ব্রত পালনে সক্ষম নহে, ধরিয়া বাঁধিয়া তাহাদিগের উপর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম করিলে তাহা কি রক্ষা পাইতে পারে? তাহা অস্বাভাবিক। যাহা কিছু অস্বাভাবিক, তাহা হইতে কেবল অনর্থক ক্লেশ হয় এবং বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। যদি আমাদিগের দেশের এক একটী করিয়া সকল বিধবার অবস্থা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় বর্ত্তমান সাধারণ প্রচলিত ব্রহ্মচর্য্য কতদূর নাম মাত্র এবং তাহা হইতে কত অশুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে। আরও যেখানে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়া দূরে থাকুক, তাহার জীবিতাবস্থায় পুরুষেরা অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা, চপলতা ও অসদ্ব্যবহারের পরিচয় দেন, সেখানে অবলাকুলের প্রতি যতদূর সাধ্য কঠিন নিয়ম করা কেবল অত্যাচার করা মাত্র।

তৃতীয় নিয়ম বিধবা বিবাহ। ইহা কেবল অপ্রচলিত এরূপ নহে, ইহা দারুণ ঘৃণিত ও নীচ বর্ণোচিত বলিয়া হিন্দু সমাজের বদ্ধমুল সংস্কার দাঁড়াইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ ৮ কি ১০ ভার্য্যা ক্রমে ক্রমে বিদায় করিয়া নুতন বিবাহ সজ্জা করিলে তাহা দূষণীয় বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু ৫ বৎসরের দুগ্ধপোষ্য বালিকা পিতা মাতার কৌশলে কাহার পত্নী নামে আখ্যাত হইয়া বিধবা হইলে তাহাকে চির বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে! যদি আমরা দেশাচার নামে কুসংস্কারে অন্ধ না হইতাম, তাহা হইলে কি বলিতাম না, যাহারা এরূপ ব্যবহার পোষণ করে তাহাদিগের কি চক্ষু কর্ণ, ন্যায় পরতা, দয়াধর্ম্ম এবং ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি একটুও দৃষ্টি নাই? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, পত্নী বিয়োগ হইলে পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে ইচ্ছা ও আবশ্যকতা হয়, পতি বিয়োগ হইলে স্ত্রীলোকদিগের সেরূপ হয় না। ইহা কেবল স্বার্থ-পরতা, নির্ম্মমতা এবং অনভিজ্ঞতার কথা। অনেক গুলি কারণে অবলা-

গণ মনের ভাব সাম্য করিয়া রাখেন। (১ম) বিধবার বিবাহ মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান; (২) লোকের নিকট অপমান ও অপযশের ভয়; (৩) নব বৈধব্যে ভবিষ্যতে কষ্ট না জানা; (৪) বৈধব্যের কষ্ট স্বীকার করিয়া লোকের নিকট গৌরব পাইবার আশা; (৫) কিছু দিন আত্মীয় স্বজনের নিকটে আদর ও সান্ত্বনা পাইয়া কৌতূহল; (৬) অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য হর্ষ দুঃখ মিশ্রিত এক প্রকার নূতন ভাব; (৭) আশা করা বৃথা বলিয়া নিরাশা; (৮) অন্য বিধবার দৃষ্টান্তে ধৈর্য্য অবলম্বন ইত্যাদি কারণে বিধবা-দিগের মনের ভাব প্রকাশ পায় না। কিন্তু ইহার কোনটী প্রকৃত ধর্ম্মের ভাব নহে। বিধবা বিবাহের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিলেই এ সকল ভাব ক্ষণেকের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। স্বামীর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুরাগ বশতঃ যাঁহারা বৈধব্য ধর্ম্ম পালন করেন, আমরা এস্থলে তাঁহাদিগের কথার উল্লেখ করিতে চাহি না।

বিধবা কুলহিতৈষী পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের বিবাহের জন্য কায়মন ও অর্থ দিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফল দ্বারা আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার প্রণালী থাকিতে ইহা সফল হইবার আশা নাই। সাধারণ লোকে যুক্তিও বুঝে না, শাস্ত্রও বুঝে না, দেশাচার ও মোটামুটি একটা সংস্কার ধরিয়া কার্য্য করে। তাহারা বিধবার বিবাহ শুনিলে মহাপাপ বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতি সাধারণের চক্ষুশূল, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়া কি প্রকারে সমাজে বাস করিতে পারে? তাহারা হয় আপনাদিগকে পরিত্যক্ত মনে করিয়া সমাজ হইতে দূরে বাস করিবে, নয় নিরন্তর ধিক্কার ও গ্লানিতে ক্ষিপ্ত হইয়া আত্মঘাত মৃত্যু সাধন করিবে। এক দিকে বিবাহার্থী দিগের ধর্ম্মবল, অন্য দিকে সমাজের সংস্কার পরিবর্ত্ত এতদ্ভিন্ন বিধবাবিবাহ কখনই কল্যাণকর হইবে না। এই জন্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই বিধবাবিবাহ অনেকটা প্রকৃত ও সুখকর দেখা যায়।

এক্ষণে সাধারণ হিন্দু বিধবাদিগের উপায় কি? সহমরণে আর তাহা-দিগকে পোড়াইয়া মারিবার পথ নাই; ব্রহ্মচর্য্য তাহারা অবলম্বন করিয়া

চলিতে পারে না, বিধবাবিবাহও তাহাদিগের পক্ষে দূরের কথা। প্রকৃত বিধবা হিতৈষীগণ তাহাদিগের অসহ্য যন্ত্রণার দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া কি কেবল কল্পনায় মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারেন? বিধবারা অতি কৃপা পাত্র, যে কোন উপায়ে হউক তাহাদিগের দুঃখের কিছু প্রতি বিধান করিতে হইবে। তাহাদিগের বিবাহ দিতে পারা গেল না, তবে তাহারা মরুক এ বলিয়া কি আর তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা করা যায়? আমাদিগের মতে যাঁহাদিগের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া আছে, তাঁহারা এই অভাগিনীদিগের জন্য কোন সদুপায় উদ্ভাবন করুন, দয়া সার্থক করিবার এমন উপযুক্ত পাত্র আর পৃথিবীতে নাই।

কুকুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

কেন্ট সায়ার নিবাসী হেনরী হক্‌স নামে এক কৃষক অপরিমিত সুরাপান করিয়া পথ ভুলিয়া একটী নদীতে পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। কিন্তু নদীর পাড় অত্যন্ত উচ্চ বলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই সময় যেমন শীত, তেমনি বরফপাত হইতেছিল। মাতাল অবশ অঙ্গ হইয়া বরফে ডুবিয়া গেল। তাহার বিশ্বাসী কুকুর বরাবর তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। সে বরফ খুঁড়িয়া নিজ লোম দ্বারা প্রভুর শরীরকে আবৃত করিল, এবং আপনি শরীর ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহা না হইলে রাত্রির দারুণ শীতে সাহেবের প্রাণরক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পর দিন প্রাতে এক ব্যক্তি তথায় শিকারার্থ গিয়াছিল, কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া শরীর হইতে রাশীকৃত বরফ ঝাড়িয়া ফেলিয়া উত্থান করিল এবং নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দ্বারা শিকারীর সাহায্য প্রার্থনা করিল। শিকারী সুরাপায়ীকে তুলিয়া মৃতপ্রায় দেখিল, কিন্তু নাড়ী অল্প অল্প নড়িতেছিল। অতএব অনেক সন্তর্পণে সে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। কৃষক কুকুরের এই উপকার কখন বিস্মৃত হয় নাই। এক ব্যক্তি কুকুরটী ক্রয়ের জন্য তাহাকে শতাধিক টাকা দিতে চাহিল, কৃষক বলিল যতো দিন নিজের এক

গ্রাস অন্ন জুটিবে আমার প্রাণরক্ষকের সহিত ভাগ করিয়া খাইব, তথাপি তাহাকে কাছছাড়া করিব না।

মেষ পালকের কুকুরের ধৈর্য্য, মেধা, এবং প্রভু ভক্তি অতিশয় বিস্ময়কর এবং তাহারা সঙ্কটকালে নিজের বুদ্ধি চালনা করিয়া যেরূপ কার্য্য সাধন করে তাহাতে তাহাদিগকে সমুদায় ইতর জন্তুর প্রধান বলিতে হয়। এক অন্ধকার রাত্রে এক মেষপালকের ৭০০ মেষশাবক তিন দল হইয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া গেল। মেষপালক ও তাহার ভৃত্য অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে বশে আনিতে পারিল না। তখন মেষপালক বিষম বিপদে পড়িয়া কুকুরকে চিৎকার করিয়া বলিল "সারা! সব যে চলিয়া গেল।" কৃষক ও তাহার সঙ্গী সমস্ত রাত্রি পর্য্যটন করিয়া হতাশ হইয়া প্রভুর নিকট বলিল, মেষপাল সমুদায় হারাইয়াছি এবং তাহাদের একটীরও উদ্দেশ পাই নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিল, উপত্যকা মধ্যে কতকগুলি মেষশাবক রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সকল ভেড়া একত্র এবং কুকুর সাহস পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান, দেখিতে পাইল। দুই প্রহর রাত্রি হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কুকুর এই প্রকারে প্রহরী দিতেছে, সে কি প্রকারে যে মেষপালকে বশে আনিল, কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

এক মেষপালক তাহার মেষ সকলের চর্ম্মরোগ নিবারণার্থ তাহাদিগের চর্ম্মের স্থানের স্থানের লোম কাটিয়া তামাকের রস দিত। তিনি কিছু দিন কুকুরকে সঙ্গে লইয়া এই কার্য্য করেন। ইহাতে কুকুর এমত শিক্ষিত হইল যে রোগাক্রান্ত মেষ সকল আপনি ধরিয়া বাহির করিত, তাহাদিগের রোগযুক্ত চর্ম্ম হইতে দন্ত দ্বারা লোম তুলিয়া ফেলিত এবং মেষ পালকের নিকট ঔষধ লেপনার্থ সমর্পণ করিত।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়)

মা। তাড়িত আকর্ষণের কথা বলিতে আছে, আইস তাহা শেষ করা যাক্।

স। মা! তাড়িত না বিদ্যুৎ।

মা। তাড়িত ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ বটে; কিন্তু আমরা যাহাকে বিদ্যুৎ বলি তাহা তাড়িতের একটী অবস্থা মাত্র। তাড়িত পৃথিবীর সকল বস্তুতে এবং বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে আছে। জড় বস্তুর মধ্যে ইহার মত সূক্ষ্ম পদার্থ আর নাই। ইহা এত সূক্ষ্ম যে অনেক পণ্ডিত ইহাকে স্বতন্ত্র পদার্থ না বলিয়া পদার্থের একটী গুণ মাত্র বিবেচনা করেন।

সু। তাড়িত সকল পদার্থে যদি আছে, তবে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

মা। তাড়িত মূলেই প্রত্যক্ষ করিবার বস্তু নহে। আমরা যে বিদ্যুৎ দেখি, বজ্রপাত শুনি তাহাতে তাড়িতের কেবল কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করি। মেঘের মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ দেখিয়া থাকি। যখন সকল মেঘে তাড়িত সমান থাকে, তখন বিদ্যুৎ দেখা যায় না। কিন্তু যখন বায়ুমণ্ডলের অবস্থা ভেদে এক খানি মেঘে অধিক ও এক খানি মেঘে অল্প তাড়িত থাকে, তখন উভয় মেঘ নিকটবর্ত্তী হইয়া সমান পরিমাণে তাড়িত ভাগ করিয়া লয়। দুই মেঘের এইরূপ একত্র হইবার সময় বিদ্যুৎ আলোক দেখা যায় এবং বজ্রের শব্দ শুনা যায়।

সু। বিদ্যুৎ আর বজ্র কি এক জিনিষ? বিদ্যুৎত দেখিতে অতি সুন্দর আকাশে চিক্ চিক্ করিয়া যায়। বজ্র যেখানে পড়ে, একবারে যে সর্ব্বনাশ করিয়া যায়।

মা। মানুষের কি বিপরীত বোধ! বজ্র শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহাতে কোন অনিষ্ট করে না, কিন্তু তাহাকেই ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে করে। আর যে বিদ্যুৎ যাহাতে পড়ে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহাকে অতি সুন্দর বস্তু এমন্ কি দেবকন্যা বিদ্যুৎলতা বলিয়া কত আদর করিয়া থাকে!

স। হঁা মা! আমার এক জন সঙ্গী বালক বলিতেছিল, যে বিদ্যুৎ এক দেবকন্যা। মেঘেরা তাঁহাকে দেখিয়া তাড়া করে বলিয়া তিনি

দৌড়িয়া পলায়ন করেন। তা, আমাদের পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন ওসব সেকেলে গল্প কথা। মেঘ বিদ্যুৎ অচেতন জড় পদার্থ ; স্বাভাবিক নিয়মে যেমন বাতাস চলে, আগুন জ্বলে, তাহারাও তেমনি কার্য্য করে। আর তিনি একটী আশ্চর্য্য কথা বলিলেন, যে এক পণ্ডিত আকাশ হইতে ভুতলে বিদ্যুৎ নামাইয়াছিলেন।

সু। হঁা গো মা! তা কি সত্য?

মা। সত্য বই কি। আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাড়িত ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ প্রমাণ করিবার জন্য একদিন যখন ঘন কাল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিল, একটী ঘুড়ী খুব উঁচু করিয়া তুলিয়া নাটাইটী পুতিয়া রাখিলেন। ক্ষণকাল পরে দেখিলেন, তারের সুতার সংযোগে আকাশ হইতে বিদ্যুৎ নামিয়া মাটী স্পর্শ করিল।

সু। তবেত বিদ্যুৎ আমরাও ধরিতে পারি?

মা। বিদ্যুৎ ধরা কিছু কঠিন নয়। মানুষের শরীরের সহিত বিদ্যুতের খুব আকর্ষণ, তাহাতেই কতলোক বিদ্যুৎ আলোকে অথবা বজ্রাঘাতে মরিয়া থাকে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যদি নাটাইটী ধরিয়া থাকিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইত সন্দেহ নাই। মানুষ আর এক প্রকারে বিদ্যুৎ ধরিয়া কত কাজ চালাইতেছে। ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তারের কলে অতি দূর দেশেও এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সংবাদ যাতায়াত করে শুনিয়াছ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ বা তাড়িতের গুণে। এবিষয় পরে তোমাদিগকে বিস্তারিত করিয়া বলিব।

স। আচ্ছা মা, আকাশে বিদ্যুৎ না হইলে কি আর কোন প্রকারে তাড়িত বাহির করা যায় না?

মা। তাড়িত অনেক প্রকারে বাহির হইতে পারে। অন্ধকার রাত্রে কাল বিড়ালের গায়ের লোম ঘর্ষণ করিলে তাড়িত বাহির হয়। কাচ, রেশম, গালা, পশম, তৈল, স্ফটিক, গন্ধক, ধুনা ও কোন কোন প্রকার রত্ন ঘর্ষণ করিলেও তাড়িত উৎপন্ন হয়। সচরাচর কাচ বা গালা শুষ্ক হস্তে ঘর্ষণ করিলে তাহাতে তাড়িতের গুণ হয়। সেই তাড়িত যুক্ত কাচ বা গালা চুল, সুতা, পালক, কাগজ বা আর কোন হাল্কা জিনিষের কাছে ধরিলে তাহাদিগকে

টানিয়া লয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহারা আবার খসিয়া পড়ে।

সু। তাড়িতের যে চুম্বকের মত গুণ দেখিতেছি, কিন্তু চুম্বকে কোন বস্তু লাগিয়া গেলেত আর খসিয়া পড়ে না?

মা। তাড়িত ও চুম্বকের গুণ অনেক স্থলে মিলে, এই জন্য পণ্ডিতেরা উভয়কে এক প্রকার পদার্থ বলিয়া থাকেন। তাড়িতের যে দেখিলে তাহাদিগের ও বিয়োজন। তাড়ি- পদার্থ সকল সংযুক্ত য়োজনে ছাড়াছাড়ি

যেমন ভিন্ন নামের র আকর্ষণ এবং এক নামের দিক্ পৃথক্ করে বলিয়াছিলে, তাড়িতের কি সেইরূপ দুইটী দিক্ আছে না কি?

মা। তাড়িতের আকর্ষণ ও বিয়োজন গুণ দেখিয়া পণ্ডিতেরা দুই প্রকার তাড়িত অনুমান করেন। তাহাদিগের নাম ভাব ও অভাব। এখানেও বলা যায় ভিন্ন নামের তাড়িত আকর্ষণ করে ও এক নামের তাড়িত পরস্পর পৃথক হয়।

সু। চুম্বকের শলাকা যেমন উত্তর দক্ষিণ দিক্ দেখিয়া পৃথক্ করা যায়, কিন্তু দুই প্রকার তাড়িতের পৃথক্ কিরূপে করা যাইবে?

মা। তাহাদের পৃথক আকার কিছু দেখিবার যো নাই, তবে কার্য্য দেখিয়া এক একটী নাম করণ করা হইয়াছে। কাচ আর রেসমের কাপড় যদি একত্র ঘষ, ভাব তাড়িত উৎপন্ন হইবে। গালা ও লোমজ বস্ত্র ঘষিলে অভাব তাড়িত জন্মিবে। কিন্তু তাড়িত যুক্ত একটী বস্তু অন্য বস্তুর কাহারও পক্ষে ভাব ও কাহার পক্ষে অভাব গুণ প্রকাশ করে।

স। তুমি বলিলে বিদ্যুৎ গায় লাগিলে মানুষ মরিয়া যায়; তাড়িত লাগিলে কি সেরূপ হয়?

মা। বিদ্যুৎ তাড়িত যখন একই পদার্থ তখন না হইবে কেন? তবে তাড়িত অল্প পরিমাণে লাগি মৃত্যু হয় না, কিন্তু তথাপি আঘাত লাগে। তাড়িতের আঘাত দিবার যন্ত্র আছে; তাহা দ্বারা যে সকল অঙ্গ বাত কি পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে অসাড় হইয়া থাকে তাহা ভাল হইয়া যায়।

সু। ইহার কারণ কি?

মা। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি তাড়িতের সহিত আমাদিগের শরীরের আকর্ষণ আছে। আমাদিগের শরীরেও তাড়িত আছে। যে অঙ্গে তাড়িতের অভাব বা অনিয়ম হয় তাহা গতি বা চেতন শূন্য হয়, বাহিরের তাড়িত তাহাতে প্রবেশ করিলে তাহা আবার সুস্থ হইতে পারে। শরীরের আবার আর একটী গুণ আছে, ইহা তাড়িত পরিচালক। তাড়িত যন্ত্র দ্বারা একটী কৌতুক জনক পরীক্ষা করা যায়। তাড়িত যন্ত্রের তার যদি এক জন লোক ধরিয়া থাকে, আর তাহার হাত ও পরস্পরের হাত ধরিয়া যদি এক শত লোক সারি দিয়া দাঁড়ায়,

তাড়িতের আঘাতে সেই এক শত লোক চমকিয়া উঠিবে এবং সারির শেষে যে লোক দাঁড়াইয়াছে সে অধিক আঘাত পাইয়া হয়ত পড়িয়া যাইবে।

সু। তাড়িত কি এক এক করিয়া সকলের শরীর দিয়া চলিয়া গেল!

স। মা! শরীর এইরূপ তাড়িত চালায় বলিয়া ইহাকে না পরিচালক বলে? পরিচালক আর কি কি জিনিষ আছে?

মা। বস্তু মাত্রেই অল্প বা অধিক রিমাণে পরিচালক, তবে যে সকল বস্তু তাড়িত সত্বর চালাইতে পারে তাহাদিগকে পরিচালক এবং যে সকল বস্তু অনেক বিলম্বে অল্প চালায়, তাহাদিগকে অপরিচালক বলে। সমুদায় ধাতুই প্রবল পরিচালক। কয়লা, লোণা জলও পরিচালক।

স। অপরিচালক কি কি বস্তু?

মা। কাচ, গন্ধক, ধুনা, শুষ্ক বায়ু, কাঠ, কাগজ, চূণ, রেশম, পালক, পশম ইত্যাদিকে অপরিচালক বলে। কোন স্থানের তাড়িত সঞ্চরণ নিবারণ করিতে হইলে এই সকল বস্তু মধ্যে রাখিয়া থাকে। আবার ইহাদের ঘর্ষণেই তাড়িত উৎপন্ন হইয়া জন্মিয়া থাকে.

স। ধাতু পরিচালক বলিয়া বুঝি খবরের তার সকল লোহা দিয়া তৈয়ার করে? কাষ্ঠের কি রেসমের হইলে কি হইত না?

মা। তাহাতে বরং ব্যাঘাত হইত। ধাতু তাড়িত পরিচালক হওয়াতে তাহা দ্বারা আমরা আর একটী মহৎ উপকার পাই। উচ্চ কোটা ঘর সকলের ধারে ধারে লোহার শিক সকল পুতিয়া রাখে কেন জান?

সু। কেন মা! তাতে কি উপকার হয়?

মা। উচ্চ স্থানে বজ্রপাত হইবার অগ্রে সম্ভাবনা। এইরূপ লোহার শিক থাকিলে বিদ্যুতের তাড়িত প্রবাহ তাহা দ্বারা চালিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে ... অট্টালিকাদির কোন ... পারে না। ইহা না ... যাতে গৃহ সকল ... লোকদিগের প্রাণ ন... ক্ষণ সম্ভাবনা।

সু। মা! লোহার ... উপকার! আমি মনে করিতাম ওটা থাকাতে ঘর বিশ্রী দেখায়।

স। মা! তুমি যে বলিলে বিদ্যুৎ পৃথিবীতে গিয়া প্রবেশ করে। প্রবেশ করিয়া কোথায় যায়?

মা। ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, পৃথিবী একটী বৃহৎ চুম্বক; কিন্তু পৃথিবীকে একটী বৃহৎ তাড়িতের আধারও মনে করিও।

সু। তাড়িত দ্বারা আর কি কোন উপকার হয়?

মা। তাড়িতের গুন অল্প দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেই ইহা দ্বারা সমুদায় পৃথিবীময় কত শীঘ্র সংবাদ যাতায়াত করিতেছে, গৃহ সকল বজ্র হইতে রক্ষিত হইতেছে। ইহা হইতে স্থির বিদ্যুতের আলোক হয় তাহাতে করাসীদেশের

একটী নগর রাত্রিকালে দিবার ন্যায় আলোকিত হয়, তাহার কাছে গ্যাসের আলো কোথায় লাগে! ইহা দ্বারা বাত, পক্ষাঘাত, মৃগী, অন্ধতা, বধিরতা প্রভৃতি কঠিন রোগ সকল আরোগ্য হইয়াছে। ইহা দ্বারা রসায়ন বিদ্যায় অশেষ উন্নতি হইতেছে। তাড়িত দিয়া দস্তা, পিতল, কি তামার গহনা ও বাসন আদি রূপা ও সোণায় আশ্চর্য্য গিল্টী হয়। একটী পাত্র আরোকে রূপা কি সোণা গলাইয়া তাহাতে গহনা কি বাসন ডুবাইতে হয় এবং সেই সময়ে আরোকে তাড়িত প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। রূপা ও সোনার কঠিন ছাল গহনা ও বাসনে এমন সংলগ্ন হয় যে তাহা অনেক কালেও ছাড়ে না এবং গিল্টী জিনিষ ও সোণা রূপার জিনিষ সহজে প্রভেদ করা যায় না। ইহাতে কেবল সৌন্দর্য্য হয় তাহা নহে, জিনিষ সকল টেঁকসইও হয়। এখনকার বড় বড় পণ্ডিতেরা বলিতেছেন তাড়িতের তত্ত্ব অধিক জানিতে পারিলে ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি আয়ত্ত করা যাইবে এবং সমুদায় পীড়া অতি সহজে আরোগ্য হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন বাষ্প দ্বারা যে কাজ পাওয়া যাইতেছে, তদপেক্ষা অসংখ্য উপকার ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডনের কতকগুলি বালিকা রীতিমত ব্যায়াম অর্থাৎ কুস্তী শিক্ষা করিতেছেন।

২। এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহু বিবাহ কুপ্রথা এইবার বোধ হয় উঠিবে। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ছয় বিবাহ করেন, কৃষ্ণমণি নামে তাঁহার এক স্ত্রী খোর পোষের দাবীতে নালিশ করিয়া মাসিক ১৫ টাকা ডিক্রী পান। জজ নর্ম্মান্ সাহেবের নিকট এই বিষয়ের আপীল হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন "হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কুলীনকে স্ত্রীর ভরণ পোষণ করিতে হয় না। আমার ছয় ছয় স্ত্রী, আমি কি প্রকারে প্রতিপালন করিব?" জজ সাহেব বলিলেন, "তুমি যদি খাওয়াইতে না পারিবে তবে বিবাহ করিলে কেন? এক্ষণে জেলে যাও। প্রত্যহ ।০ আনা করিয়া খোরাকী পাইবে।" দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণকে জেলে যাইতে হইল!

৩। আটীয়ার অন্তর্গত কাগমারীর জমিদার ৺ গোলোক মোহন রায় চৌধুরির পত্নী শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী একটী উচ্চতর ইংরাজী বিদ্যালয় নিজ ব্যয়ে স্থাপন করিয়াছেন। এরূপ নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় গৌরবের বিষয়।

৪। বাঙ্গালিরা ইংরেজদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট নহেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারী লাল গুপ্ত নামে দুইটী যুবক সিবিল পরীক্ষায় ইংরাজ ছাত্রদিগকে হারাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পদ লাভ করিয়া-

ছেন। আমাদিগের বন্ধু বাবু আনন্দ মোহন বসু দেড় মাস মাত্র বিলাতে গিয়া অঙ্ক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে অনেক গুলি মনোহর বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন।

৫। রঙ্গপুর জেলার প্রসিদ্ধ জমীদার ৺ ঈশানচন্দ্র রায় একটী চিকিৎসালয় ও রাস্তা নির্ম্মাণার্থ ৫০০০ টাকা এবং ঐ চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ৩০০০ টাকা আয়ের একটী জমীদারি গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান গিয়াছেন। এইরূপ দানে সাধারণের প্রকৃত উপকার হইবে।

৬। গত ১৯এ আষাঢ় শনিবার কলিকাতার টাউন হলে এদেশীয়দিগের একটী বৃহৎ সভা হয়। গবর্ণমেণ্ট এখন উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষার যে ব্যয় দিতেছেন, তাহা বন্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সভা তাহার প্রতিবাদ করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারী' অর্থাৎ গবর্ণর জেনরলের উপরে বিলাতে যে কর্ত্তা আছেন তাঁহার নিকট আবেদন করিতেছেন।

৭। ষ্টেট সেক্রেটারী রাস্তা ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রে করিবার জন্য ভূমির উপর এক নূতন কর আদায়ের আজ্ঞা করিয়াছেন।

৮। টেলিগ্রাফের তার আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। গত ২১এ জুন এই উপলক্ষে আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল আমারিকার (প্রেসিডেণ্ট) প্রধান শাসন কর্ত্তার নিকট আনন্দ প্রকাশ করেন। কি আশ্চর্য্য! ৭।৮ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এক পিঠ হইতে অপর পিঠে টেলিগ্রাফে সংবাদ গিয়া তাহার উত্তর ফিরিয়া আসিয়াছে!

৯। ইংলণ্ডে মৃতপত্নীর ভগিনীর সহিত বিবাহ আইন বদ্ধ করিবার জন্য যে বিল হইয়াছিল, লর্ড দিগের সভায় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইংরাজেরা খুড়তত জেটতুত ভগিনীকে বিবাহ করেন, কিন্তু শ্যালীকে বিবাহ করা বড় দোষ মনে করেন।

১০। দক্ষিণ ভারতবর্ষের বাঙ্গালোর নগরে হিন্দুবিধবা ও অনাথ বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ হয়। তাহাতে ৬০,০০০ টাকা জমিয়াছে। তদ্ভিন্ন মাসে মাসে ৬০০ টাকা আদায় হয়। তাহার ৪০০ ব্যয় হইয়া ২০০ অবশিষ্ট থাকে। আমাদের দেশে এরূপ না হয় কেন?

১১। মহারাজগঞ্জের নিকটস্থ ভিকনপুর গ্রামে একটী চণ্ডালের স্ত্রী এককালে ৪ সন্তান প্রসব করে। সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়াছে।

১২। একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বামীর কোন গুণের অধিক সমাদর করেন তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন:—

"ফরাসী রমণীরা রসিক ও বীর স্বামী চান; জার্ম্মন মহিলারা চিরপ্রণয়ী ও বিশ্বাসী পতি পাইতে ইচ্ছা করেন; ডচ কামিনীদিগের স্বামী সুখ সচ্ছন্দের কোন বিঘ্ন না

জন্মাইলেই সন্তুষ্ট হন; স্পেনীয়ারা বৈরনির্য্যাতনকারী পতি ভাল বাসেন; ইটালীয়ারা কল্পনা ও কবিত্বভূষিত পুরুষ বিবাহ যোগ্য বলেন; দিনামার ললনাদিগের স্বামী শ্বশুরের দেশকে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুখী বলিলে তাঁহারা তুষ্ট; রুশীয়ারা স্বামী ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলস্থ জাতিদিগকে অসভ্য ও দুর্ভাগা বলিয়া ঘৃণা করিলে আমোদিত হন; ইংরাজ রমণীরা ধনী পতি চান।" বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা আর কিছু চান না, স্বামী শরীর পূরিয়া অলঙ্কার দিতে পারিলেই কৃতার্থ হন।

বামাগণের রচনা।

কোথা ওহে জগদীশ জগত জীবন,
কৃপা করি কর নাথ পাপ বিমোচন।
পাপেতে পতিত হয়ে কাহারে জানাই?
তোমা বিনা ওহে নাথ গতি আর নাই।
অধর্ম্মের পথ হতে কর মোরে ত্রাণ,
অবলা সরলা আমি নাহি কিছু জ্ঞান।
দয়াময় প্রভু তুমি জগতের সার,
কাতরে কাঁদি গো তাই, নিকটে তোমার।
সংসার দুস্তারে নাথ নাহি দেখি পার,
ভরসা কেবল মাত্র চরণ তোমার।
কৃপা যদি কর নাথ এ দাসীর প্রতি,
তাহলে হইতে পারে এ দীনার গতি।
বন্দি ভাবে পিঞ্জরেতে রয়েছি এখন,
তোমার মহিমা নাথ হয়ে বিস্মরণ।
দয়ার সাগর প্রভু করুণা নিধান,
এ ঘোর তরঙ্গে মোরে কে করিবে ত্রাণ?
কৃপা কর কৃপাময় লয়েছি শরণ।
অখিল তারণ তুমি বিপদ ভঞ্জন।
সকলি অসার প্রভু তুমি মাত্র সার,
অচিন্ত্য শকতি তব মহিমা অপার।

জীবের জীবন, তুমি দুর্ব্বলের বল,
অনাথের নাথ, তুমি সাধক বৎসল।
সকলি অনিত্য প্রভু, নিত্য কিছু নয়,
তুমি নিত্য নিরঞ্জন দাও পদাশ্রয়।

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী।
সাং সাত্রাগাছি।

ধর্ম্ম।

১। যেই জন করে সদা, সৎ আচরণ।
যেই কভু পর ধন, না করে হরণ॥
পরের সামগ্রী যেই, করে তুচ্ছ জ্ঞান।
তৃণের সমান বলি, তৃণের সমান॥
প্রাণান্ত হইলে তবু, নাহি ভাঙ্গে পণ।
সকলের কাছে সদা বিশ্বাস ভাজন॥
সকলের অগোচরে, যদিও কখন।
হেন নারী পর দ্রব্য, করেন হরণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

২। সতী সাধ্বী পতিব্রতা খ্যাত যেই জন।
যতনে রাখেন যিনি নিজ ধর্ম্ম ধন॥
অপর পুরুষ প্রতি, পিতার মতন।
পবিত্র ভাবেতে সদা, করে বিলোকন॥
কভু, নাহি মন্দ ভাব, করয়ে চিন্তন।
সদা রাখে রিপুগণে করিয়া দমন॥
এমন সুশীলা যদি, করিয়া গোপন।
সতীত্ব হারায় কভু, দেখি প্রলোভন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৩। যেই জন হিংসা দ্বেষ, দিয়া বিসর্জ্জন।
সকল লোকের করে, মঙ্গল চিন্তন॥
যদি তাঁর করে কেহ, অনিষ্ট সাধন।
তিনি তাহা কভু নাহি, করেন গণন॥
পরের মঙ্গলে যদি, যায় তাঁর প্রাণ।
তথাপি পারেন তাহা, করিতে প্রদান॥
গোপনে গোপনে যদি, সরলা এমন।
কাহারও অনিষ্ট কভু, করেন সাধন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?
৪। যেই জন রাগ রিপু, করেছে দমন।
শান্ত ভাবে অনুক্ষণ, রহে যার মন॥
কাহাকেও কভু নাহি, কহে কুবচন।
সকলের প্রতি করে প্রিয় আচরণ॥
রাগে.. কারণ যেই, রাগের কারণ।
কভু নাহি মন্দ কার্য্য, করেন সাধন॥
যদি বা এমন ধীরা, লুকায়ে কখন।
রাগে অন্ধ হয়ে করে, মন্দ আচরণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি ছাপা ...
৫। অহঙ্কার পরিত্যাগ, ...
বিনয়ে সবার মন, ...
কাহাকেও নাহি ...
যথোচিত সক...
কিবা দীন হী...
কাহাকেও ...
হেন নারী ...
কাহাকেও ...
তবু তাহা ...
ধর্ম্মে দিলে ...

৬। ন্যায়-পরায়ণা অতি, হয় যেই জন ।
অনুচিত কার্য্য যেই, না করে কখন ॥
ভক্তি করে যেই সদা, গুরুজনগণে ।
সমুচিত স্নেহ করে, স্নেহের ভাজনে ॥
কাহার অন্যায় রীতি, করিলে দর্শন ।
চেষ্টা পায় সদা তারে করিতে শোধন ॥
এমন রমণী যদি, ছাপিয়া কখন ।
অনুচিত কার্য্য কভু, করেন সাধন ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময় ।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি ছাপা কি তা রয় ?
৭। মোহের অধীন নাহি, হয় যেই জন ।
পক্ষপাত শূন্য হয়, যাঁর আচরণ ॥
সংসারে আসক্ত নাহি হয় যাঁর মন ।
পরম পিতার আজ্ঞা, করেন পালন ॥
মোহের কারণ যিনি, মোহের কারণ ।
ধর্ম্ম সেতু কখন না, করেন লঙ্ঘন ॥
গোপনেও যদি কভু, রমণী এমন ।
বিষম মোহের জালে, হয়েন পতন ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময় ।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয় ?
৮। যেই জন নীচ লক্ষ্য, করিতে সাধন ।
ধর্ম্ম পথ হতে করে, বিধর্ম্মে গমন ॥
মুখেতে কেবল কহে, ভক্তির কারণ ।
কপট বচনে সবে করয় রঞ্জন ॥
[illegible] ছে পায় সে সম্মান ।
[illegible] ত্যর প্রমাণ ॥
[illegible] বে উদয় ।
[illegible] চয় ॥
[illegible] তখন ।
[illegible] ন ?
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] তা রয় ?
[illegible] রী ঘোষ ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৫ সংখ্যা। } ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

বামাবোধিনীর অষ্টম বাৎসরিক জন্মোৎসব।

বামাবোধিনী অষ্টম বর্ষীয়া হইয়া সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। প্রতিবর্ষেই ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের আনন্দ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এবার কিছু বিশেষ আনন্দে হৃদয় উচ্ছলিত হইতেছে। বামাবোধিনী গত দুই তিন বৎসর দারুণ রোগাক্রান্ত হইয়া সমূহ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, এমন কি এক সময়ে আমরা ইহার প্রাণের আশা প্রায় ছাড়িয়াছিলাম। কিন্তু ইনি এক্ষণে সকল ব্যাধি ও বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নব কলেবরে নূতন কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন। ইহার অন্তরে বলের সঞ্চার এবং বাহিরে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার দেখিয়া আমরা ইহার উপর নূতন আশা স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেছি। এই শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে যেমন তিনি ইহাকে এতদিন স্বহস্তে রক্ষণ ও পোষণ করিলেন, ইহাকে দীর্ঘায়ু করুন। সহৃদয় পাঠিকা ও পাঠকগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারাও ইহার কল্যাণার্থ আশীর্ব্বাদ করুন।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসব উপলক্ষে এদেশীয় বামাগণের শিক্ষা ও অবস্থার কিরূপ উন্নতি হইতেছে একবার আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয়। এবিষয়ে যখন বামাবোধিনী প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই সময় আর বর্ত্তমান সময় বিস্তর বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, এবং ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদিগের আশা, উৎসাহ ও আনন্দ শত গুণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা প্রথমে দেখিয়াছি, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সাধারণের দারুণ কুসংস্কার ও বিদ্বেষ ছিল। তখন ইহাতে কোন অপকার নাই, উপকার আছে ইহা বুঝাইবার জন্য বক্তৃতা ও তর্ক করিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে আর বক্তৃতা ও তর্কের আড়ম্বর করিতে হয় না, কার্য্য দ্বারা ইহার আবশ্যকতা ও উপকারিতা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রতি নগরে ও গ্রামে যেমন বালকবিদ্যালয়, সেইরূপ বালিকাবিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইতেছে। সাধারণে ইহার যথোচিত আদর না করুন, আর অনাদর করেন না। কোন কোন স্থলে ইহার গৌরব এতদূর হইয়াছে যে পিতামাতারা বেতন দিয়াও কন্যাগণকে অধ্যয়নার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন।

অন্তঃপুরস্থ বয়স্কা নারীগণের শিক্ষা বিষয়ে অনেক উৎসাহ দেখা যায়। এখন কৃতবিদ্যমণ্ডলীর অধিকাংশ ব্যক্তি অনুভব করিয়াছেন, যে পত্নীগণ সুশিক্ষিতা না হইলে তাঁহাদিগের নিজের সুখ সচ্ছন্দ বা সমাজের উন্নতি হইবে না এবং অনেকেই সাধ্যমত স্ব স্ব গৃহে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। অন্তঃপুরিকাদিগের জন্য অনেক স্থানে রীতিমত বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকায় কলিকাতার সিন্দুরিয়াপটী এবং খাঁটুরা গ্রামের এই প্রকার বিদ্যালয়ের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, তদ্ভিন্ন আরও স্থানে স্থানে এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখা ও শুনা যায়। খৃষ্টান রমণীগণ এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ যদিও ধর্ম্মান্ধতা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সমাজের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা যে অনেক স্থলে উপকার হইয়াছে ও হইতে পারে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেন্টের যেরূপ উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য সেরূপ আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তথাপি তাঁহারা অনেক আনুকূল্য করিতেছেন এবং বেথুন

বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে যথেষ্ট ফল লাভ হইতে পারে।

এদেশীয় পুরুষগণের মধ্যে ভ্রম, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা যেমন দিন দিন অন্তর্হিত হইয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, নারীগণের মধ্যেও সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। উপাসনা স্থান সকল কেবল পুরুষদিগের জন্য উন্মুক্ত ছিল, এক্ষণে নারীগণও স্বতন্ত্র স্থান লাভ করিয়া সামাজিক উপাসনার ফলভোগ করিতেছেন। অধিক সুখের বিষয় এই, আমারা কুমুদিনী, ব্রহ্মময়ী প্রভৃতির ন্যায় পবিত্র নারীচরিত্র দর্শন করিতেছি।

নারীগণ কেবল অন্তঃপুরে বিদ্যা ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া নিরস্ত নহেন। আমরা সমাজের উপকারব্রতে অনেককে নিযুক্ত হইতে দেখিতেছি। বিখ্যাতা রাণী স্বর্ণময়ী স্বদেশের হিতকর কার্য্যে বদান্যতার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যান্য মহিলাকে তাহার অনুগামিনী হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। বামাগণের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণের হিতকর পুস্তক সকল প্রণয়ন এবং সংবাদ পত্র প্রচারের সহায়তা করিতেছেন ইহাও সামান্য শুভ সংবাদ নয়।

এতদ্দেশীয় সভ্যসমাজ নারীজাতির উৎকর্ষ সাধনার্থ পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক যত্নশীল হইয়াছেন। আমরা এই সাত আট বৎসরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী অনেক গুলি পুস্তক প্রচারিত দেখিয়াছি। প্রথমে নারীজাতির উদ্দেশে বামাবোধিনী একমাত্র পত্রিকা ছিল, আমরা ইহারই যথেষ্ট উৎসাহদাতা পাইব কি না আশঙ্কা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে অবলাবান্ধব ও বঙ্গমহিলা নামে আর দুই খানি পত্রিকা সাদরে গৃহীত হইয়া নারীকুলের হিতব্রত সাধন করিতেছেন।

এদেশীয় সমাজ যেমন নারীকুলের হিতার্থী হইয়াছেন, আমাদিগের রাজদেশ ইংলণ্ডেরও কতকগুলি ব্যক্তি এবিষয়ে উৎসাহ দান করিতেছেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ মিস্ মেরী কার্পেণ্টার বৃদ্ধ বয়সে ভারতীয় অবলাগণের হিতসাধনোদ্দেশে বারম্বার এদেশে আগমন পূর্ব্বক যথেষ্ট কায়ক্লেশ স্বীকার করেন। তিনিই আমাদিগের গবর্ণমেন্টকে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়

স্থাপনার্থ সম্মত করিয়া যান। এক্ষণে তিনি স্বদেশে গিয়াও নিশ্চিন্ত হন নাই। একটী সভা স্থাপন করিয়া তাঁহার অনেক গুলি বন্ধুকে ভারতবর্ষের সাহায্য নিমিত্ত উৎসাহিত করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ কেশব বাবু ইংলণ্ডে এদেশের যে সকল অভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা দূর করণার্থ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এ দেশের বামাকুলের উন্নতি সাধন সভার একটী প্রধান উদ্দেশ্য।

চতুর্দ্দিকে এদেশের দুঃখিনী বামাকুলের উন্নতি সাধনার্থ এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া অদ্য আমরা বামাকুলহিতৈষী সকল ব্যক্তিকে আমাদিগের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতে আহ্বান করি এবং সেই সর্ব্ব শুভদাতা জগদীশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করি, তাঁহার প্রসাদে নারীজাতির সকল আপদ্ দূর হইয়া প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হউক।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের "ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" বিষয়ক বক্তৃতা হইতে অনুবাদিত।

স্ত্রীলোকেরাই দেশ প্রচলিত জন প্রবাদ, ভ্রম, কুসংস্কার এবং অনিষ্টকর আচার সকল পোষণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা শিক্ষিত না হইলে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং অসার হইয়া পড়িবে। আপনারা ভারতের জননীগণকে যদি সুশিক্ষিত না করেন, তাহা হইলে তাহার উদয়োন্মুখ বংশধরগণকে চিরানিষ্টকর দেশাচার সকল হইতে কখনই রক্ষা করিতে পারিবেন না। আপনারা আমার মাতৃভূমির স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিলেই সুশিক্ষিত মাতা সকল প্রস্তুত করিয়া

দিবেন এবং তাঁহারাই স্ব স্ব সন্তানগণকে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তি করিতে এবং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরাগী হইতে শিক্ষা দিবেন। ইহা হইলে আমার স্বদেশীয়গণ যে কেবল জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন, এমন নহে, তাঁহাদিগের বাস গৃহ সকলও সুখের আধার হইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে কেবল এক জাতিকে শিক্ষাদান করিয়া আপনারা তাহাদিগকে পরস্পর হইতে অধিকতর বিচ্ছিন্ন করিতেছেন। ইহাতে ভারতীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা স্ত্রীদিগের সহিত কি রাজনীতি, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম্ম, কি প্রতি দিনের সাংসারিক কাজ কর্ম্ম কোন বিষয়েই মিলিত হইতে পারেন না। স্ত্রীপুরুষের যদি একজন সুশিক্ষিত ও অপর জন অশিক্ষিত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে সম্মিলন ও সমহৃদয়তা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যেখানে পতি ও পত্নীর মত ও ইচ্ছা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সেখানে বাসগৃহ কি প্রকারে সুখজনক হইতে পারে? এবিষয় কি আপনাদিগের গুরুতর রূপে বিবেচনা করা উচিত নহে? সমাজের এক সম্প্রদায়কে সুশিক্ষিত করিয়া যাহাতে জাতি সাধারণের কষ্ট বৃদ্ধি না হয়, তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করা কি আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে? বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ সংস্থাপন করিয়া ভারতবাসীদিগের দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু যদ্যপি আপনারা উভয় শ্রেণীকেই সুশিক্ষা প্রদান করেন, তবে উভয়কেই সত্যের ও উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া সুখী করিবেন। তাঁহারা যে কেবল পবিত্র ভাবে গৃহকার্য্য সংসাধনে সাধ্যমত পরস্পরের সহকারী হইবেন এমত নহে, কিন্তু সমুদায় জাতির চরিত্র সংশোধন ও উন্নতি সাধন ব্রতে একত্র হইয়া চেষ্টা করিতে পারিবেন। শত শত বৎসরাবধি যে সকল কুসংস্কার ও অনিষ্টকর দেশাচার ভারতের পরিবার সকলকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার মূলোৎপাটন জন্য ও পরিজনবর্গের পবিত্রতা সাধন জন্য স্ত্রী পুরুষে একাসনে বসিয়া উপায় চিন্তা করিতে পারিবেন। ইহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগের উন্নত জ্ঞান ও সংস্কার প্রভাবে সমুদায় পরিবার ও সমাজ সংশোধন করিতে সক্ষম হইবেন।

আমি আনন্দ সহকারে ব্যক্ত করিতেছি যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণ-

মেণ্ট কতক আনুকূল্য করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দান জন্য ভারতবর্ষে দুই সহস্র বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে এবং তাহাতে পাঁচ সহস্র ছাত্রী রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে আমরা সুশিক্ষিতা ও সুসংস্কার সম্পন্না রমণী পাইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই স্থানে এমন অনেক ব্যক্তি উপস্থিত আছেন যে তাঁহারা ভারতভূমির নারীগণের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার অভিলাষী। কেহ কেহ অত্যুক্তি করিয়া বলেন যে ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের সকল অবস্থাই অতি দুঃখজনক ও শোচনীয়। আবার কেহ কেহ যথোচিত সংবাদ না লইয়া বিশ্বাস করেন যে তাহাদিগের সকল বিষয়ই সুন্দররূপ চলিতেছে। কেহ কেহ বলেন, যে ভারতবর্ষীয় পরিবারের ও সমাজের উপর স্ত্রীলোকদিগের কোন ক্ষমতা নাই এবং তাহা তাহারা প্রদর্শন করিতেও পারে না। একথা সত্য নহে। ভারতীয় নারীগণ জাতির সাধারণ ভাগ্যের উপরে না হউক, গৃহকার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং সামাজিক অনেক গুরুতর বিষয়ে অপ্রত্যক্ষ ভাবে আধিপত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক, ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা ক্ষমতাশালিনী এবং তাঁহারা অনেক স্থলে সেই ক্ষমতা প্রকৃত রূপে চালনা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, আবার অনেক স্থলে তাঁহারা ক্ষমতার অপব্যবহারও করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে ভারতবর্ষীয় কামিনীগণ চতুরা নহে, তাহারা অন্তঃপুর রূপ কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া স্বর্গীয় আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ু ভোগ করিতে পায় না, সুতরাং সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ ও অসুখী হইয়া থাকে। একথাও কখন সত্য নহে। ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের ইংলণ্ডীয় ভগিনীদিগের ন্যায় চতুরা। ইংরেজেরা যেমন অনেক সময় আক্ষেপ করেন, যে তাঁহারা তাঁহাদের পত্নীদিগকে শাসন করিতে পারেন না, তাঁহাদের পত্নীরাই তাঁহাদিগকে শাসন করেন; ভারতবর্ষের অনেক স্বামীও নিজ নিজ পত্নীকর্ত্তৃক শাসিত হইয়া ঐরূপ বিলাপ করেন। এই শাসনের ফলও স্পষ্ট দেখা যায়। অনেকে ইংলণ্ডে আসিতে চাহেন, অনেকে জাতিভেদ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, অনেকে ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কার ব্রতে জীবন সমর্পণ করিতে চাহেন, কিন্তু পত্নীরাই তাঁহাদিগের প্রতিবন্ধক। তাঁহাদের পত্নীরা এই সকল বিষয়ে

তাঁহাদিগকে সাহস প্রকাশ করিতে দেন না, এবং ভাল বিষয়ে হউক না, হউক, অনেক বিষয়ে তাঁহারা যে পত্নীকর্ত্তৃক শাসিত হইয়া থাকেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় রমণীগণ এইরূপ চতুরা ও ক্ষমতা-শালিনী হইলেও তাহাদের অবস্থা শোচনীয়, তাহাদের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ নহে।

পঞ্চাশৎ পত্নীর পরিণেতা ভারতবর্ষীয় কুলীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! এই পঞ্চাশৎ নারীর কি প্রতিপালন, কি শিক্ষা বিধান কিছুরই জন্য যে তিনি মনুষ্য অথবা ঈশ্বরের নিকটদায়ী, তাহা একবারও বিবেচনা করেন না। সেই একটী কুলীন পুরুষের মৃত্যু হইলে সকল নারীই বিধবা হয় ও চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের কষ্টদূর করিবার চেষ্টা করেন না, কোন প্রকারে তাহাদিগের সাহায্য করা ভারতবর্ষীয় সমাজের পক্ষে অসম্ভব। পঞ্চাশৎ স্ত্রীলোক মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বিধবা হয়েন এবং ধূর্ত্ত ধর্ম্মযাজকদিগের ব্যবস্থাপিত কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া পড়েন। এই দেশের চতুর্দ্দিকস্থ সহস্র সহস্র আশ্রয়বিহীনা বিধবার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তাহারা প্রায় তপস্বিনীর ন্যায় কঠিন জীবন ধারণ করিয়া দিন দিন স্ব স্ব কুগ্রহ ও সমাজের প্রতি অভিসম্পাত করেন। তাহাদের অবস্থা বাস্তবিকই পরিতাপজনক ও শোচনীয়। তাহাদের বিষয় ভাবিলে কোন সভ্যজাতির হৃদয়ে না দুঃখ ও দয়ার উদয় হয়? বাল্যবিবাহ প্রথার অনিষ্টকারিতার বিষয়ও চিন্তা করুন, ইহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় জাতি দুর্ব্বল ও দুঃখী হইয়া পড়িতেছেন। ইহাও একটী ভয়ানক দেশাচার। এই সকল অমঙ্গলকর প্রথা দ্বারা ঐ জাতিকে কত হীনাবস্থ করিয়া রাখিয়াছে! আবার দেখুন সহস্র সহস্র কুসংস্কারাপন্ন স্ত্রীলোক কাশী প্রভৃতি তীর্থ-স্থানে গমন করিয়া কত কষ্ট সহ্য করিতেছেন এবং অনেকস্থানে ধূর্ত্ত যাজক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছেন। বোম্বাই প্রদেশের মহারাজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ভারতবর্ষবাসী সমুদায় বুদ্ধিমান লোক তাহাদিগের দুরাচারের নিমিত্ত তিরস্কার করিতেছেন এবং তাহা করাও কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলুন দেখি, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক-দিগের অবস্থা কি অতি শোচনীয় ও পরিতাপজনক নয়? আপনারা যদি

তাহাদিগকে মূর্খতার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে চাহেন এবং প্রকৃত সভ্যতার শুভ ফল প্রদান করিতে চাহেন, তবে অবশ্যই তাহাদিগকে সুশিক্ষা দান করিতে হইবেক। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি প্রণালীতে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সাধন করিতে চাহেন? কেবল ভারতবর্ষে নয় ইংলণ্ডেও এমন অনেক লোক আছেন যে তাঁহারা ভাবেন, যদি ভারতবর্ষীয় নারীগণ ঘাগরা না পরে, ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে না পারে, ও পিয়ানো না বাজায়, তবে আর তাহাদের উদ্ধার নাই এবং ইংলণ্ডীয় সভ্য সমাজে যে সকল বিষয় ভব্য বলিয়া গণ্য, তাহা শিক্ষা না করিলে তাহাদিগের সংশোধন ও উন্নতির আর উপায় নাই। এরূপে ভারতবাসিনীদিগকে বিজাতিভুক্ত করণ প্রস্তাবের আমি একান্ত বিরোধী। অন্তত ক্ষমা করুন, ঘাগরাটী আমাদিগকে দিবেন না। ভারতীয় ক্ষুদ্র গৃহে এই বৃহৎ ব্যাপার রাখিবার স্থান সমাবেশ নাই। আপনারা যদি ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের দুঃখ দূর ও অবস্থোন্নতি করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে মহান্ ও পবিত্র সভ্য দ্বারা তাঁহাদিগের মন উন্নত ও পবিত্র করিবার উপায় করুন, বেশভূষা, খাদ্য ও বাহ্যাড়ম্বর বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে না। তাহাদিগের মনে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মের উন্নতভাব প্রবেশিত করিবার নিমিত্ত অনেকস্থলে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলেই সারবান্ অথচ প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবেক। এই সকল বিষয় সম্পাদনে যাহাতে তাহাদের স্ত্রীস্বভাব পরিবর্দ্ধিত হয় তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবেক। এবিষয়ে অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে গবর্ণমেণ্ট যে তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়াছেন এবং শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অতি আনন্দের বিষয় বলিতে হইবেক। যে সকল সদাশয় মহিলা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার প্রার্থনা, তাঁহারা তাঁহাদিগের ভারতবর্ষস্থ সখী ও আত্মীয়াদিগকে লেখেন যে যদি তাহারা দিবাভাগে উন্নত ও পবিত্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে চাহেন তবে যেন তাহাদিগের ভারতবাসিনীগণের বাটীতে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করেন। স্বদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই প্রকারে শিক্ষা প্রচারিত হয়, আমার ইচ্ছা। যদি

ইংলণ্ডীয় মহিলাগণ তাঁহাদের ভারতবর্ষীয় ভগিনীগণকে নিত্য নিত্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়ান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল অনেক পরিমাণে উন্নত হইবে। ইহাতে যে কেবল তাহাদিগের জ্ঞান প্রাপ্তির সাহায্য হইবেক এমন নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রকৃত সংশোধনোপযোগী কোমলস্বভাব এবং বাহ্য ও আন্তরিক জীবনের পবিত্রতাও সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

চিত্তবিনোদিনী।

প্রথম খণ্ডের উপসংহার।

(৭৯ সংখ্যা ২১৮ পৃষ্ঠার পর)

কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকগণ বোধ করি নির্দ্দোষী চারুচন্দ্র ও প্রিয়দর্শনা সরলা অবলাগণের দশা পরে কি হইল অবগত হইতে উৎসুক হইয়াছেন। না হইবেন কেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের উপর অকস্মাৎ তাদৃশ বিপৎপাতে সকলেই অস্থির হয়। স্নিগ্ধান্তঃকরণ পাঠক হয়ত আশা করিতেছেন, ঘটনার স্রোতেই হউক, অথবা উপন্যাসকারীর কৌশলেই হউক হতভাগ্য ব্যক্তিত্রয় নিশ্চয় বিপন্মুক্ত হইবেন—লক্ষ্মণ বধ করিয়া কথক নিরস্ত থাকিতে পারেন না। পাঠকগণ যদি এরূপ আশা করিয়া থাকেন ভালই, আমি তাহা ভঙ্গ করিতে চাহি না। এমন কি যদি হতভাগ্য ত্রয়ের ভাবী দশা না জানিতাম, আমিও ঐরূপে কাতর মনকে শান্ত করিতাম। যাহাহউক শেষ কি হইল না শুনিয়া বোধ হয় কেহই ক্ষান্ত হইবেন না। যখন উপযাচক হইয়া শোচনীয় মহাবিদ্রোহের কথা কহিতে বসিয়াছি, দুঃখের কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইলে কি হইবে? অতএব সংক্ষেপে কহি:—

দুষ্ট এনায়ত্ খাঁ সর্ব্বাগ্রেই দিল্লী পৌঁছিলে, প্রতিজ্ঞা পরায়ণ পাঁড়েজি নিতান্ত ত্রস্ত হইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলেন না, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক রমণীগণ মোসলমানের ঘৃণ্য কবল হইতে উদ্ধৃত হইতে পারিলেন না।

এদিকে সদয়া এন্ প্রাতঃকালাবধি অচেতন ও চারুর প্রাণদণ্ডের বিষয়ে অনভিজ্ঞ রহিলেন, সুতরাং তৎকর্ত্তৃকও চারুচন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হইল না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন আর লিখিতে অক্ষম—অবশিষ্ট ভাগ, যাঁহার ঔৎসুক্য সহৃদয়তা অতিক্রম করিয়া নৃশংসতাতে প্রবেশ করে, তিনি অনুমান করিয়া লউন। সুকোমলা বালিকাদ্বয় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিরহিত ইন্দ্রিয় পরায়ণ শাহজাদার অন্তঃপুরে কি দশায় আছেন এবং নিরপরাধী চারুচন্দ্র জঘন্য বধ্য কাষ্ঠে কি ভাবে লম্বমান আছেন, ইহা বর্ণনা করা পাষাণ হৃদয়ের কর্ম্ম। হা! প্রিয় চারুচন্দ্র, হা! সরলে এসি! হা প্রফুল্ল কুসুম কলিকা প্রভাবতি! তোমাদের কি এই চরম দশা হইল! রমণীদ্বয়, তোমরা এখনও জীবিত না জীবন্মৃত ভাবে মনোদুঃখে আছ? যাহাহউক আর তোমাদের কথায় সুখ নাই। সংসার বিপ্লবকারী বিদ্রোহীরা তোমাদিগের ন্যায় নিরপরাধী ব্যক্তির এতদ্রূপ দুর্দ্দশা করিয়া ভারতবর্ষকে চিরকালের নিমিত্ত কলঙ্কিত করিল। যদি ইচ্ছায় হইত সীতার বা শ্রীমন্ত সদাগরের ন্যায় দৈবশক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম। এক্ষণে বিদায় লইলাম, তোমাদের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে মাত্র রহিল!

মীরটে সে রজনীতে কত মাতার ক্রোড় শূন্য—কত রমণীর বৈধব্যদশা হইয়াছে, তাহারাও ত কালে শোক সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাও ত প্রিয়জন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তবে পাঠকগণ এই অল্পদিনের পরিচিত মাত্র, এই ইতিহাসে শ্রুত মাত্র ব্যক্তিত্রয়কে অবশ্যই বিস্মৃত হইতে পারিবেন। যদি ইঁহারা প্রিয়জন হইয়া থাকেন বিসর্জ্জন করুন—শাহাজাদার উপপত্নী ও প্রাণহীন দেহ কাহারই বা প্রিয় থাকিতে পারে? আর এ "কাট খোট্টার" দেশ ভাল লাগে না। আসুন স্বদেশে আসিয়া নব নব ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া মনকে তৃপ্ত করি। স্বদেশ দর্শনে সকল দুঃখ নষ্ট হয়। চলুন জন কোলাহল শূন্য কোন প্রশান্ত পল্লীতে লইয়া যাই, তথায় শস্যাদির প্রাচুর্য্য, পুরাতন নিরীহ হিন্দুচরিত্র ও সন্তোষের আলয় দেখিয়া শান্তভাবাপন্ন হইবেন।

দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম অধ্যায়।

সুন্দরবনের পার্শ্বে কীর্ত্তিপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ৬০।৭০ বৎসর হইল সুন্দরবন আবাদ হইবার কালে কীর্ত্তিচন্দ্র সেন নামক কোন এক ভদ্রবংশজ ব্যক্তি কতিপয় পারিষদ লইয়া স্বীয় আবাদ তত্ত্বাবধানার্থ ঐ স্থলে সময়ে সময়ে বাস করিতেন। তাঁহার বিচক্ষণতা, অমায়িকতা ও ঐশ্বর্য্য প্রভাবে অল্প দিনেই উহা একটি প্রকৃত গ্রাম হইয়া উঠিল। ক্রমে প্রয়োজনীয় বিবিধ ব্যবসায়ী ব্যক্তি ও কতিপয় ভদ্রলোকের বাসে স্থানটি মনোহর হইল। সেনজ মহাশয়ও সেখানে দৃঢ় বাস করিলেন। প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য ঐ স্থানে লব্ধ হওয়াতে কাহাকেও আর প্রায় লোকালয়ে যাইতে হইত না। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর গত হইলে, প্রথম নিবাসীগণের মৃত্যু হইলে, নবীন গ্রামবাসীগণ গ্রামোৎপত্তির বিষয় বিস্মৃত হইয়া ঐ স্থলটি সমস্ত পৃথিবী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার চৌদ্দ পুরুষের বাস ঐ খানেই ছিল। গ্রামবাসীদিগের আকাঙ্ক্ষাও স্বল্প সুতরাং কোন অভাব বোধ না করিয়া সন্তোষের সহিত তথায় বাস করেন। না করিবেন কেন? সভ্যতার কন্টক ত তাহাদিগকে বিদ্ধ করিত না;—নবভাবোত্তেজক বিষম বিপর্য্যয়কারী পাশ্চাত্য শিক্ষা এখনও তাহাদিগের পুরাকালীন সনাতন সরল শান্ত প্রকৃতির বিকৃতি করিতে পারে নাই। এক্ষণে কোন কারণ বশতঃ সেন বংশের ঐশ্বর্য্য হ্রাস ও নানা প্রকার বিপৎপাতে গ্রামটির পূর্ব্ব সৌষ্ঠবের কিঞ্চিৎ হ্রাস বোধ হয় বটে; তথাপি এখনও স্থানটি রমণীয় বলিতে হয়।

গ্রামের চতুঃপার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়, প্রায়ই হরিৎ ধান্য ভূমি মাত্র। বায়ু বেগে ধান্য শিখা হিল্লোলিত হওয়াতে দূর হইতে গ্রামটিকে নীলাম্বু সমুদ্র গর্ভস্থ দ্বীপ মাত্র প্রতীয়মান হয়। মাঠের অপর পারে, সুদূরে, যথায় সুনীল গগণরূপ চন্দ্রাতপ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে বোধ হয়—সুন্দর বনের নিবিড় কানন দৃষ্ট হয়। অলস অনবধানকারী ভূম্যধিকারীর দোষে কোন কোন স্থলে নিকটেও জঙ্গল দেখা যায়; বিশেষতঃ

যে ক্ষুদ্র লবণাক্ত খালের কূলে গ্রামটি নিবেশিত, তাহার অপর পার্শ্বে অনতিদূরে সুন্দর বনের অরণ্য রাজ্যের শ্যাম সীমা প্রকাশ পায়।

গ্রামটিতে প্রবেশ করিলে আরও সন্তোষ জন্মে। সুনির্ম্মিত পরিচ্ছন্ন কুটীর নগরের সুশোভিত প্রাসাদ অপেক্ষাও সুখের আলয় বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন বাটীতে পূজোপকরণ পুষ্পবনে সম্মুখাঙ্গন সুসজ্জিত আছে। গ্রামে ইষ্টকের মূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না, কেবল মধ্যস্থলে একটি পুরাতন ভগ্ন প্রাসাদ দৃষ্ট হয়, ও তাহার সম্মুখে একটি প্রশস্ত দীর্ঘিকার উভয় পার্শ্বে সুনির্ম্মিত ঘট্ট ও ঘট্টের উভয় পার্শ্বে এক একটি করিয়া মন্দির চতুষ্টয় সংস্থাপিত আছে। খালের উপকূলেও একটী পুরাতন বটবৃক্ষের তল ইষ্টকে আবদ্ধ এবং তদুপরি ষষ্ঠীমার্কণ্ড দক্ষিণদার ও বাবাঠাকুরাদি গ্রাম্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত দেবালয়ের মধ্যে একটীতে চণ্ডীদেবী, একটীতে নারায়ণ (শালগ্রাম) এবং অপর দুইটীতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। গ্রামের মধ্যে বিশ পঁচিশ ঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বাস করেন। তদ্ভিন্ন কতিপয় সামান্য শূদ্র বাস করে-যথা রজক, নাপীত, কলু, গোপ, তন্তুবায় এবং কুম্ভকার; ও এক ঘর চিত্রকরও আছে কেন না প্রতিমা পূজার সময় তাহার আবশ্যক। কর্ম্মকার প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি প্রস্তুত করে এবং পূজার সময় বলি ছেদন করা তাহারই ভার। এক ঘর স্বর্ণকার, তাহাকে রৌপ্যকার বা কংসকার বলিলেও দোষ হয় না, যেহেতু কীর্ত্তি বাবুর মৃত্যুর পর স্বর্ণালঙ্কার আর প্রস্তুতই হয় না। খালের কূলে এক ঘর চর্ম্মকার আছে—ভাগাড় হইতে মৃত গোচর্ম্ম আহরণ করিয়া মুচী মহাশয় দুই এক জোড়া বিনামাও প্রস্তুত করেন। তাঁহার প্রতিবেশী ষষ্ঠীতলার রক্ষক ইতর হাড়ী ও ডোম্ জাতি; তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই ধাত্রী ব্যবসায়াবলম্বিনী এবং পুরুষেরা সাময়িক ভারবাহীর কার্য্য করে। নিকটস্থ শ্মশানের অপর পার্শ্বে এক ঘর শবদাহকারী ব্রাহ্মণ আছেন। উক্ত দীর্ঘিকার কূলে এক কোণে একটি আমুদে গোঁসাই আছেন। বাবাজী শিষ্যদ্বয় লইয়া করতাল করে " জয় যদুনন্দন জগত জীবন " বলিয়া দ্বারে দ্বারে প্রাতঃকালে হরি সংকীর্ত্তন করেন। আর মধ্যে মধ্যে যুবাগণেরও মনস্তুষ্টি

করেন, কেন না গ্রামের কালাঁয়ৎ (গায়ক) তিনিই। তাঁহার শত্রু রেজো ঢুলী। সে প্রতি সন্ধ্যাকালে অন্নপূর্ণার আরতি বাজায় এবং পূজাদি বা বিবাহ কালে মস্তক ঘুরাইয়া নৃত্য করতঃ কর্ণভেদী বাদ্যে গ্রামবাসীদিগের আনন্দ সম্পাদন করে। রেজো ঢুলীকে দেখিলেই বাবাজী রাগ ভরে অদৃশ্য হন ! রেজোও আরতির পর তাঁর আকড়ার কাছে গিয়া আপন ঢোলে দুই এক কাটী মারে, অমনি যেন গোঁসায়ের মাথায় বজ্র পড়ে।

তদ্ভিন্ন সকলেই কৃষি উপজীবী। ভদ্রলোক মাত্রেরই অল্প বা অধিক কিঞ্চিৎ ভূমি আছে। কৃষাণ হইতে তদুৎপন্ন কৃষিফলাংশ লাভেই সামান্য ভাবে অথচ স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের দিনপাত হয়। প্রতি অপরাহ্ণে, বালকেরা পাঠশালায়, বৃদ্ধেরা ক্রীড়ালয়ে এবং যুবারা গোঁসাইর আকড়ায় অথবা দোকানীর নিকট মিলিত হয়। গ্রামে এক মাত্র দোকান কিন্তু তাবৎ প্রয়োজনীয় বস্তুই তাহাতে পাওয়া যায়। মসলা ও লবণ আনয়নার্থ মধ্যে মধ্যে দোকানীকে দূরদেশে যাইতে হইত। পূর্ব্বে গ্রামেই লবণ প্রস্তুত হইত, অধুনা কোন এক রাজপুরুষ আসিয়া লবণ প্রস্তুত করণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দূরদেশ হইতে লবণ আনয়ন করিতে হয়। যুবারা সায়ংকালে বিদেশদর্শী দোকানীকে অপূর্ব্ব গল্পের ভাণ্ড বোধে প্রদক্ষিণ করিয়া বসেন এবং অপরাহ্ণে কাশীদাসের মহাভারত বা কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করেন।

বেওবাব বৃক্ষ।

আমাদিগের দেশে বট ও অশ্বত্থকে বনস্পতি বলে, কেন না এই দুই বৃক্ষ উদ্ভিদ্‌ রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অধিক কাল জীবিত থাকে। কিন্তু আফ্রিকা খণ্ডের পশ্চিমাংশে সেনিগাল দেশে বেওবাব নামে একটী তরু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মত বৃহৎ ও দীর্ঘজীবী বৃক্ষ পৃথিবীতে দেখা যায় না। ইহার পত্র সকলে অঙ্গুলির ন্যায় ভাগ ভাগ আছে, এই জন্য নিগ্রোরা ইহাকে বেওবাব বলে। আডানসন নামে এক ফরাসী সাহেব ইহার আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহার আর

একটী নাম আডানসোনিয়া। উক্ত সাহেবের মতে এই বৃক্ষ ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক বাঁচে। কি আশ্চর্য্য! যে সময়ের মধ্যে কত মহারাজ্য উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে, কত জীবজাতির নূতন সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়াছে, পৃথিবীর উপর কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; সেই দীর্ঘকাল এই বৃক্ষজাতি যেন সাক্ষী হইয়া সকল দর্শন করিতেছে। বেও-বাবের আকার অতি প্রকাণ্ড। ইহার গুঁড়ি শিকড় হইতে ৯।১০ হাত উচ্চ হইয়া উঠে এবং তাহার পরিধি অর্থাৎ বেড় ৫০।৫২ হাত। একটী গুঁড়ির বেড় ৭০ হাত দেখা গিয়াছে। ইহার নিম্নস্থ শাখা গুলি প্রায় ৪০ হাত বিস্তারিত হয়; ইহাতে তাহাদের অগ্রভাগ সকল মাটীতে ঠেকিয়া গুঁড়িটী ঢাকিয়া রাখে এবং গাছটী যেন একটী অরণ্য বলিয়া বোধ হয়। ইহার কাঠ পাকা হইলেও বটের ন্যায় নরম, সুতরাং তক্তা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে না। ইহার আবিষ্কারক আডানসন্ যেরূপ পীড়ায় মরিয়াছেন, ইহারও সেইরূপ একটী পীড়া দেখা যায়। ইহার কঠিন অংশ সকল এমত কোমল হইয়া যায়, যে অল্প ঝড়ে পর্ব্বত প্রমাণ বৃক্ষকে ধরাশায়ী করিতে পারে। কিন্তু সচরাচর সেরূপ হয় না। নিগ্রোরা ইহার গুঁড়ি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে গৃহাদি প্রস্তুত করে এবং অপরাধী ও ধর্ম্মভ্রষ্ট লোকদিগের মৃত শরীর সৎকার না করিয়া ইহাতে বদ্ধ করিয়া রাখে। গাছের কেমন গুণ, তাহাতে শব শরীর পচে না, কিন্তু শুকাইয়া শক্ত হয় এবং মিসর দেশের মুমি অর্থাৎ রক্ষিত শবের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহার পল্লব সকল গাঢ় হরিৎ বর্ণ এবং পঞ্চ অঙ্গুলি বিশিষ্ট হাতের চেটোর ন্যায়। কতক গুলি পত্রের মধ্যস্থল হইতে ফুল ঝুলিয়া পড়ে। এক একটী ফুল অতি বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ এবং তাহার দল অর্থাৎ পাপড়ী সকল কুঞ্চিত। ইহার কেশর সকল বহু সংখ্যক এবং একত্রে একটী নলের ন্যায় হইয়া ঊর্দ্ধভাগে ছাতার মত বিস্তারিত হয়। তাহার মধ্য হইতে অতি সরু বক্র গর্ভ কেশরের সূত্র উত্থিত হইয়া একটী স্থূল মস্তক দ্বারা শোভিত হইয়া থাকে। ইহার ফলকে 'বানর পিঠা' বলে, ইহা সুখাদ্য ও পুষ্টিকর। ইহা লম্বা চতুষ্কোণ, ঈষৎ হরিৎবর্ণ, কোমল লোমাচ্ছাদিত, এবং পরিমাণে এক বিঘত। তাহার মধ্যে অনেক গুলি খোপ

আছে এবং এক একটী খোপে নীরস, কোমল শাঁসের মধ্যে উজ্জ্বল বীজ সকল থাকে। এই শাঁসে জল মিশাইলে অম্লরস হয়, ইহাতে সংক্রামক জ্বর ভাল হয় এবং মিসরের চিকিৎসকেরা আমাশয় রোগেও ব্যবহার করেন। ইহার পাতার শরকতা গুণ আছে। তাহা শুকাইয়া গুঁড়া করিলে 'লালো' নামে এক প্রকার খাদ্য হয়, অন্নের সহিত আহার করিলে তাহাতে ঘাম নিবারণ হয়। নিগ্রোরা অত্যন্ত উষ্ণ দেশে থাকে, এই জন্য ইহা দ্বারা তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার হয়। ইহার ছাল জ্বরঘ্ন। তাহা হইতে সূত্র বাহির করিয়া দড়ী এবং বস্ত্রাদি ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় যুদ্ধ।

স্পেনের সিংহাসনে, রবিবারে কোন জনে,
রাজহস্তী ধায় দ্রুততর?
প্রুসিয়ার মহারাজ, সাধিতে আপন কাজ,
পুত্রবরে করে অগ্রসর॥
প্রুসিয়ার করতলে, স্পেন পতিত হলে,
বলে তারে কে আঁটিবে তবে;
ভাবি এই পরমাদ, করি ঘোর সিংহনাদ,
ফ্রান্স কহে প্রুসিয়ার ধবে॥
"আত্মরঙ্গ প্রুস! তব, আছেত বহু বিভব,
কেন তুমি ইথে হামরাই?
হেন মতি পুনর্ব্বার, কভু না করিবে আর,
তিন সত্য কর মোর ঠাঁই॥
বাণী তীক্ষ্ণ বাণ প্রায়, বিন্ধে প্রুসিয়ার গায়,
ক্রোধে জ্বলি উঠে নৃপমণি;
"যুদ্ধং দেহি দেহি বলে", ফ্রান্স নাচে কুতূহলে,
মনোরথ সিদ্ধ মনে গণি।

যুঝিবে প্রুসিয়া সনে, ফরাসীর মনে মনে,
ছিল জাপ্য বহু দিন তরে।
ইউরোপ সমাজ মাঝ, যশ লভি ফ্রান্স রাজ,
প্রুসে শিক্ষা দিবেক সময়ে॥
কেহ বলে তাহা নয়, ফ্রান্সের প্রজা নিচয়,
সম্রাটের ভক্ত নহে সবে।
সমর উল্লাসে তারা, দ্রোহ মতি হবে হারা,
সম্রাটের প্রতি তুষ্ট হবে॥
ইংলণ্ডের জ্যেষ্ঠা কন্যা, প্রুসিয়ার বধূ ধন্যা,
ফ্রান্স পুনঃ মিত্র চিরকাল।
উভপক্ষ আত্ম তাঁর, বিপক্ষ হবেন কার,
ইংলণ্ডের ঘটিল জঞ্জাল॥
নিরপেক্ষা থাকি রাণী, বেহায়েরে কন বাণী,
" প্রজা ক্ষয় করোনা করোনা "।
প্রুস কহ "হে বেহান, হারাওনা নিজমান,
নারী তুমি বোঝোনা বোঝোনা॥"
ফ্রান্সে পুনঃ রাণী কন, "বিষম অহিত রণ,
ইথে মিত্র কেন আগুয়ান।,,
ফ্রান্স কহে "হে মিত্রাণি, রণে হানি আছে জানি,
হানি চেয়ে বড় নিজ মান॥"
জরমণি বেভেরিয়া, প্রুসিয়াতে যোগ দিয়া,
ভারি করিয়াছে প্রুস দলে।
রুসিয়া অষ্ট্রিয়া পতি, কোন্ দিকে করে গতি,
নানা লোকে নানা কথা বলে॥
বুঝি যুদ্ধ ঘোরতর, মনে লাগে এই ডর,
ইউরোপ শুদ্ধ জুড়ে যায়।
কে জানে তরঙ্গ তার, লঙ্ঘি সাত পারাবার,
দীন হীন ভারতে কাঁপায়?

ইংলণ্ড রুসিয়া আদি, নহে যদি কারো বাদী,
হবে যুদ্ধ অজাযুদ্ধ প্রায়।
ঈশ্বর করুন তাই, রণে আর কাজ নাই,
সভ্য কালে রণ একি দায়॥

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

(৮৯ পৃষ্ঠার পর)

৬—সুশীলতা গৃহিণীর একটী প্রধান অলঙ্কার। গৃহিণী শান্ত, ধীর-প্রকৃতি, ও ক্ষমাশীল হইবেন এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। যে পরিবারে এইরূপ গৃহিণী সে পরিবারের সকলেই সুশীল হয় এবং পরিবার কেবল শান্তির আলয় বোধ হয়। লোকে কথায় বলে, পাঁচ জন লইয়া ঘর সংসার করিতে গেলেই পাঁচ রকম জ্বালা সহিতে হয়। বস্তুতঃ গৃহিণীকে যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়া চলিতে হইবে, তখন পদে পদে ত্যক্ত বিরক্ত হইবার অনেক কারণ আছে। যদি তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এ সকল সহ্য করিতে না পারেন, তবে তিনি গৃহিণী নামের উপযুক্ত নহেন। তাঁহাকে শত শত বার যন্ত্রণা সহিয়াও সকলের প্রতি সমান স্নেহ ও অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিতে হইবে। নতুবা প্রকৃতি উগ্র হইলে আপনারও কিছুতেই সুখের সম্ভাবনা নাই, তাহার উপর, পরিবারের সকল লোকেই কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া শীঘ্র সেইরূপ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে গৃহ কোলাহল ও বিবাদে পূর্ণ হয়। কোন কোন পরিবার যে অতি সুন্দর প্রকৃতি এবং কোন কোন পরিবার যে দুষ্ট স্বভাব দেখা যায়, গৃহিণীর গুণ বা দোষই তাহার প্রধান কারণ। নারীগণ সুশীলতা দ্বারা সকলকেই পরাস্ত করিতে পারেন।

৭—অতিথি সেবা। প্রাচীন হিন্দুরা যেমন অতিথি সেবক তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীরাও তাঁহাদিগের অনুরূপ। আমরা এমন স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, আহার করিতে যান, এমন সময়ে অতিথির নাম শুনিয়া আপনার

গ্রাসের অন্ন তাঁহাকে দিয়া উপবাস করিয়াছেন। কেহ কেহ বা প্রতি দিন অতিথিকে আহার না করাইয়া জলগ্রহণ করেন না। শত্রুও অতিথি হইলে তাহাকে দেববৎ পূজা করেন। অতিথি সেবা একটী মহৎ ধর্ম্ম। ইহাতে নিঃস্বার্থভাব, উদারতা এবং ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা হয়। যে পরিবারে অতিথি আদৃত হয়, সে পরিবারের লোকের অধিক দয়া ও স্বর্গীয় প্রকৃতি দেখিয়া আনন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু অতিথি সেবা যাহাতে অনাবশ্যক, আড়ম্বর পূর্ণ এবং অতি ব্যয়-জনক না হয়, তাহার প্রতিও দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যদি অতিথির প্রতি মিষ্ট বাক্য ও কোমল হৃদয় প্রকাশ করিয়া সামান্যরূপ সেবা করা যায় তাহাতে যে ফল লাভ হয়, অনাদরে ক্ষীর ভোজন করাইলে তাহা হয় না।

৮—দয়া। গৃহিণী যেমন পরিবারের সকলের প্রতি স্নেহ করিবেন, অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিবেন, সেইরূপ দীন দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করিবেন। দীনদুঃখীদিগের জন্য যে দান করা হয়, দয়াময় ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ক্ষুধিতকে অন্ন, তৃষিতকে জল, রোগীকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান এবং পাপীকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া এ সকলই দয়ার কার্য্য এবং এ সকল বিষয়ে সকলের সাধ্যমত সাহায্য করা উচিত। অনেক স্থলে আপনার কষ্ট স্বীকার করিয়াও দুর্দ্দশাপন্ন লোকদিগের সেবা করিতে হয়। গৃহিণী যদি এইরূপ শুভ অনুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, পরিবারের অতি ক্ষুদ্র বালক বালিকাও পরোপকার অভ্যাস করিতে থাকে এবং নিজের সুখে যেমন সুখী হয়, অন্যের দুঃখ দূর করিয়া সেইরূপ সুখী হইয়া থাকে। এই কারণে গৃহে দুঃখীদিগের জন্য একটী দানাধার রাখা কর্ত্তব্য।

হিন্দু বিধবা।

(১০৫ পৃষ্ঠার পর)

অভাগা বলিয়া যদি দয়া হয় মনে,
বিধবার সম আর নাহি ত্রিভুবনে।

দুর্ভাগ্যকে দয়া করিবার জন্য দয়ার সাগর পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া দয়া করে না। অনেক দিন হইল, পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে এক মহর্ষি এই উপদেশ দিয়াছিলেন,

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥"

হে কুন্তি পুত্র যুধিষ্ঠির! দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন কর, ধনবানদিগকে ধন দান করিও না। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষেই ঔষধ বিধেয়, রোগ হীন ব্যক্তির ঔষধে কি প্রয়োজন?

আমরা দেখিতেছি, কত সহস্র বৎসর পরে আজও পৃথিবীর মনুষ্যদিগকে এই উপদেশ দিতে হইতেছে। আজিও লোকে যত অর্থ আহরণ করে তাহা লৌকিকতার অনুরোধে প্রায় ধনী লোকদিগের সেবাতেই নিয়োগ করে। কোন্ ধনীর অধিকাংশ সম্পত্তি দরিদ্রের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে? নির্ধন ব্যক্তি কৃপার পাত্র হওয়া দূরে থাকুক, প্রায় ঘৃণার পাত্র হয়। সেইরূপ রোগী, শোকার্ত্ত, পাপজীর্ণ, অসহায় ব্যক্তিরাই অধিক স্নেহের পাত্র হওয়া বিধেয়। কিন্তু আমরা ধনবান্, সুস্থ ও সৌভাগ্যশালী লোকদিগকে আদর ও তোষামোদ করিয়া থাকি, দুর্ভাগ্যের প্রতি উদাসীন হই। তাহাই নয়, সেরূপ ব্যক্তিকে ঘৃণা করিয়া আরও দুর্ভাগ্যে নিঃক্ষেপ করি। যে সংসার এরূপ নিয়মে চলিতেছে, তাহাতে বিধবাগণ যে হেয়, অনাদৃত ও অত্যাচরিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যে বিধবা দুঃখী হইল, তাহার দুঃখ বাড়িতে রহিল, যে অজ্ঞান হইল তাহার আর জ্ঞানোদয় হইল না, যে একটু পাপেচ্ছার অধীন হইল, সে আরও অধিকতর পাপের পাপী হইয়া চির নরক ভোগ করিতে চলিল। হা! একদিকে সুখ সান্ত্বনার কোন পথ নাই, অন্যদিকে এইরূপ দরিদ্রতা, মূর্খতা ও পাপের সমুদ্রে মগ্ন হইয়া কত হিন্দু বিধবা যে কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহা অনুভব করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সংসারে যে যত দুর্ভাগ্য তাহার প্রতি তত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যদিও রহি-